‘ফিলিস্তিনপন্থী স্লোগান’ দিলে নাগরিকত্ব দেবে না জার্মানি

সারে-জমিন

গ্রামে গ্রামে বিক্রি হচ্ছে সরকারি ত্রাণের ত্রিপল!

গ্রাম-বাংলা

গণতন্ত্র রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সম্পাদকীয়

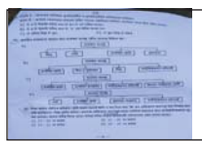

হাইস্কুলে আরজি কর নিয়ে প্রশ্নপত্র ঘিরে বিতর্ক

সাধারণ

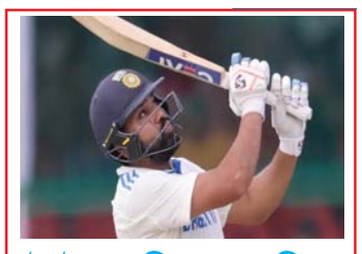

টেস্টকে টি-১০ বানিয়ে দারুণ জয়ের আশায় ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১ অক্টোবর, ২০২৪
১৫ আশ্বিন ১৪৩১
২৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 267 ■ Daily APONZONE ■ 1 October 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

সব রকম পরিষেবা বহাল আছে, শীর্ষ কোর্টে দাবি জুনিয়র ডাক্তারদের

আপনজন ডেস্ক: সোমবার সুপ্রিম কোর্ট আরজি কর ধর্ষণ-হত্যা অপরাধের বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানি চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আবাসিক চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি রেকর্ড করেছে। তাদের পক্ষে বলা হয়েছে, তারা এখন অন্তর্বিভাগের রোগী এবং বহির্বিভাগের রোগীদের দায়িত্ব সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরি পরিষেবা সম্পাদন করছেন। গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে এক শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে কর্তব্য থেকে বিরত ছিলেন চিকিৎসকরা। পরে সুপ্রিম কোর্ট তাদের কাজে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় এই আশ্বাস দিয়ে যে তাদের বিরুদ্ধে অনুপস্থিতির জন্য কোনও দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। ১৭ সেপ্টেম্বর চিকিৎসক সংগঠনের তরফে সুপ্রিম কোর্টকে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ঘোষিত ব্যবস্থা কার্যকর সাপেক্ষে তাঁরা কাজে ফিরবেন। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিনিয়র অ্যাডভোকেট রাকেশ দ্বিবেদী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্রকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চকে বলেন, চিকিৎসকরা কাজে ফিরেছেন, তবে শুধুমাত্র জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার জন্য। রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ইন্দিরা জয়সিং এই বক্তব্য অস্বীকার করে বলেন, চিকিৎসকরা আইপিডি এবং ওপিডি পরিষেবা সহ সমস্ত দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির মধ্যে আইপিডি এবং ওপিডি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুনানির সময় আদালত সিবিআইয়ের সর্বশেষ স্টেটাস রিপোর্ট খতিয়ে দেখে। আদালত উল্লেখ করেছে যে সিবিআই দুটি দিক নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে: ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ ও হাসপাতালে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ। জয়সিং ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট করুণা নন্দীর প্রতিনিধিত্বকারী চিকিৎসকদের সমিতি আদালতকে জানায়, বেশ কয়েকজন ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে অপকর্ম এবং ধর্ষণ-হত্যার ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তারা হাসপাতালে অবস্থান দখল করে আছেন এবং দাবি করেছেন যে তাদের হয় বরখাস্ত করা উচিত বা ছুটিতে যেতে বলা উচিত।

সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে ইউজিসি নিয়ম প্রযোজ্য হবে না

দৃষ্টান্তমূলক রায় মাদ্রাজ হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: মাদ্রাজ হাইকোর্ট সম্প্রতি বলেছে, সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটি গঠনের ইউজিসি বিধিমালা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিচারপতি আর এন মঞ্জুলা বলেন, যেহেতু বাছাই কমিটিতে বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাই তাদের সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগকারীদের বাছাই করার ক্ষমতা দেওয়া সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করার সমান হবে। আদালত আরও বলেছে, সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের বিষয়গুলির প্রশাসন বাইরের কারও হাতে দেওয়া যায় না। বিচারপতি আর এন মঞ্জুলা বলেন বলেন, নির্বাচক কমিটির সদস্যদের মধ্যে বহিরাগতরাও রয়েছে। তাদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়োগকারীদের বাছাই করার ক্ষমতা দেওয়া তাদের সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়ার সমান হবে। যেহেতু শিক্ষক নিয়োগ একটি প্রশাসনিক কাজ যার উপর সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলি নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন পেয়েছে, তাই এটি বাছাই কমিটির নামে বহিরাগতদের হাতে দেওয়া যায় না। যা সরাসরি করা যায় না, পরোক্ষভাবেও তা করতে দেওয়া যায় না। আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাছাই কমিটিগুলির ইউজিসি নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক করা তাদের স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করবে। আদালত উল্লেখ করেছে, ইউজিসির বিধিমালায় বর্ণিত সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বাছাই করতে বাধ্য করা যাবে না। যখন ইউজিসির একটি প্রবিধান নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে এবং একই মেনে চলার কারণে স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা প্রদান করা হয়, তখন অন্য ইউজিসি রেগুলেশন এটিকে রুখতে পারে না। বাছাই কমিটি সম্পর্কিত বিধিমালা সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক করা যায় না। কারণ এটি তাদের অনুমোদিত স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদার বিপরীতে যাবে। মাদুরাই কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জারি করা কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মাদুরাইয়ের কলেজগুলির দায়ের করা একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি চলছিল আদালতে। বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসি রেগুলেশন ২০১৮ অনুসারে সিলেকশন কমিটি গঠন না করেই নিয়োগ করা হয়েছিল বলে অনুমোদন দিতে অস্বীকার করেছিল। সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান ও সমিতির ফোরামে বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য এবং অন্যান্যদের মামলায় আবেদনকারী কলেজগুলি দাবি করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি নির্বাচন কমিটি গঠনে বাধ্য করতে পারে না এবং এ বিষয়ে আইন ইতিমধ্যে নির্ধারিত রয়েছে। আবেদনকারী বলেন, উপরোক্ত মামলায় আদালত ইতিমধ্যেই বলেছে, ইউজিসির নিয়মাবলি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং, আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইউজিসি ২০১৮-এর অনুরূপ বিধিমালা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে না। আদালত উল্লেখ করেছে ,সংখ্যালঘু কলেজগুলির নিয়োগের পদ্ধতি, বাছাই কমিটি গঠন ইত্যাদির উপর রাজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকতে পারে না।

গেরুয়া শিবিরের মসজিদ ভাঙার প্রয়াস বিফলে

কুলুর আখড়া বাজারের জামা মসজিদ অবৈধ নয়, জানালেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

আপনজন ডেস্ক: ডানপন্থী হিন্দু সংগঠনগুলির প্রতিবাদের পর হিমাচল প্রদেশের সিমলার কুল্লু প্রশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে, আখড়া বাজারের জামা মসজিদ অবৈধ নয়। হিমাচল প্রদেশের এই মসজিদকে অননুমোদিত দাবি করে ডানপন্থী হিন্দু সংগঠনগুলো বিক্ষোভ মিছিল করার দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় পর কুল্লু প্রশাসন রবিবার স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এটি অবৈধ নয়। কুলুর এসডিএম বিকাশ শুক্লা জানিয়েছেন, কুলুর আখড়া বাজারে অবস্থিত জামা মসজিদের মালিক পঞ্জাব ওয়াকফ বোর্ড। শুক্লা বলেন, এটি একটি অনুমোদিত কাঠামো। মসজিদ এলাকাটি ৯৮০ বর্গমিটার, যার মধ্যে আমরা মূল মানচিত্র থেকে মসজিদ নির্মাণে প্রায় ১৫০ বর্গমিটারের একটি ছোট বিচ্যুতি পেয়েছি। ওয়াকফ এই বিচ্যুতিকে নিয়মিতকরণের অনুরোধ করেছে। আমরা সিমলার টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং ডিরেক্টরের কাছে অনুরোধটি পাঠিয়েছি। তিনি বলেন, মসজিদের কাঠামো স্থিতিশীল ও সুরক্ষিত। এতে কোনো বিপদ হবে না। হিমাচল প্রদেশে অবৈধভাবে নির্মিত মসজিদ ভাঙার দাবিতে বিক্ষোভ যখন তুঙ্গে, তখন একটি মুসলিম সংগঠন বলেছে যে রাজ্যে কোনও অবৈধ মসজিদ নেই। তবে সরকারি রেকর্ডে মানচিত্র অনুমোদনে বিলম্ব একটি সমস্যা সৃষ্টি করছে। মসজিদ ভাঙার দাবিতে কুল্লুতে যাত্রা করা হিন্দু সংগঠনগুলি সোমবার পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ‘হিন্দু ধরম জাগরণ যাত্রা’র সমর্থকরা কড়া নিরাপত্তার মধ্যে হনুমান মন্দির থেকে আখড়া মসজিদ পর্যন্ত মিছিল করে। মহিলা-সহ বিপুল সংখ্যক মানুষ গেরুয়া পতাকা ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে কুলুর মসজিদ ভেঙে ফেলার দাবি জানান। স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র বাজানো সংগীতশিল্পীরা এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাকে মহিলারা এই যাত্রার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গত ৩০ আগস্ট শিমলার উপকণ্ঠের মালয়ানা এলাকায় এক মুসলিম নাপিত ও এক হিন্দু ব্যবসায়ীর মধ্যে সংঘর্ষ সাম্প্রদায়িক ইস্যুতে পরিণত হওয়ার পর নির্মিত মসজিদ ভেঙে ফেলার দাবি ওঠে। হিন্দু গোষ্ঠীগুলি অননুমোদিত মসজিদগুলি ভেঙে ফেলার দাবি জানায়। অন্যদিকে বাসিন্দারা রাজ্যে আসা বহিরাগতদের চিহ্নিত করার দাবি জানাচ্ছে। মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমিটির সভাপতি নাহিম আহমেদ সোমবার পিটিআইকে বলেন, হিমাচল প্রদেশের কোনও মসজিদই অবৈধ নয়, তবে মানচিত্র অনুমোদন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হয়েছে। অবৈধ প্রমাণিত হলে আমরা নিজেরাই স্থাপনা উচ্ছেদ করব। তিনি বলেন, রবিবার মান্ডির বালহ এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করার জন্য তাঁরা দেখা করবেন।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

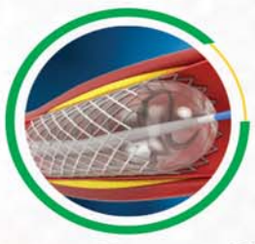

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

ছাত্রীকে ‘শ্লীলতাহানি’, গ্রেফতার সিভিক

আসিফা লস্কর ● কাকদ্বীপ

আপনজন: আবারো কাঠগড়ায় রাজ্যের সিভিক ভলেন্টিয়ার। আর জি করের ঘটনা পর এবারে কলেজ ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে গ্রেফতার এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকার। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা থানার অন্তর্গত পাথরপ্রতিমা কলেজের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল পাথরপ্রতিমা থানার কর্মরত অমিতাভ বাড়ুই নামে এক ভলেন্টিয়ার এক ছাত্রী কলেজের একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার তাঁকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে শ্লীলতাহানি করে। এই অভিযোগে, ওই ছাত্রীর পরিবার পাথরপ্রতিমা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে সোমবার কাকদ্বীপ মহকুমার আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

এসইউসির বিক্ষোভ সভা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: আর জি কর ঘটনার ন্যায় বিচারের দাবিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং এলাকায় এলাকায় তৃণমূলের থ্রেটকালচারের বিরুদ্ধে কুলতলি থানার ঘটিহারানিয়া বাজারে এস ইউ সি আই সি দলের পক্ষ থেকে রবিবার বিকালে এক গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হলো। এদিনের এই অবস্থানে বিপুল জনসমাবেশ হয়। এস ইউ সি আই দলের সূত্রে জানা যায় সারা রাজ্যের মত এই জয়নগর ২ নং ব্লকের চুপড়ীঝাড়া পঞ্চায়েতের ঘটিহারানিয়া হাট এলাকায় রেশন ডিলার,দোকানদার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তৃনমুলের মদতপুষ্ট মস্তানরা অনবরত হুমকি দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলছিলো। এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করলে সেখানে ও অত্যাচার নেমে আসে। তার প্রতিবাদে সভা করতে চাইলে কুলতলি থানা অনুমতি দেয়নি।

ফুলহার নদীবাঁধে ফাটল, আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন নাজিনপুরের বাসিন্দারা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বাঁধ নিয়ে মানিকচকের নাজিরপুর এলাকায় সকাল থেকে আতঙ্ক এলাকাবাসীর মধ্যে। বৃষ্টির জলধারায় দীর্ঘদিনের পুরনো ফুলহার নদীবাঁধে ফাটল। যার জেরে চরম আতঙ্কে মালদার মানিকচকের নাজিরপুরবাসী। মালদা জেলাপরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তথা বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাধারণ সম্পাদক গৌড়চন্দ্র মন্ডল বলেন ঘটনার খবর পেয়েই ফাটল ধরা নদীবাঁধ পরিদর্শন করেন তিনি বলেন দ্রুত বাঁধ মেরামতির দাবীতে সরব হয়ে দ্রুত কাজ করার আবেদন জানান। এছাড়াও তিনি অভিযোগ করে বলেন মালদার মানিকচক ব্লকের নাজিরপুর অঞ্চলের একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে ফুলহর নদী। সেই নদীতেই দীর্ঘদিনের পুরনো বাঁধ রয়েছে। যা দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টির জলধারায় কাটতে কাটতে বর্তমানে ফাটল আকারে ধরা দিয়েছে। যা এলাকাবাসীর নজরে আসতেই এলাকায় জোর চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়ায়। ঘটনায় নাজিরপুরবাসীর অভিযোগ, পুরনো এই নদীবাঁধে দীর্ঘদিন ধরে সেরকম কোনরকম সংস্কারমূলক কাজ হয়নি। ফলে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নদীবাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। আর ফাটল ধরা স্থান থেকে কিছুটা দূরেই বইছে নদীর জলধারা। তাই তারা চরম আতঙ্কে রয়েছে। কোনভাবে বাঁধ ভেঙে গেলে নাজিরপুর এবং মথুরাপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে পারে। ফলে ভূতনীবাসীর মতো তারাও ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়তে পারেন। প্রশাসনের নজরদারি নেই বলে অভিযোগ করেন। রক্ষণাবেক্ষণে অভাবেই এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে বাঁধের। এই প্রসঙ্গে মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রকে ধরা হলে তিনি বলেন, নাজিরপুরবাসীকে তিনি কোনমতেই ডুবতে দেবেন না। ম্যানমেড বন্যা হতে দেবেন না। তাই ইতিমধ্যে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়ে গেছে। ফলে আতঙ্কের কোন কারণ নেই। ঘটনায় নাজিরপুরবাসীকে আশ্বস্ত করে কাজ শুরুর কথা জানালেন মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। প্রশাসনের তরফ থেকে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ভাঙন দর্শনে প্রতিমন্ত্রী, সঙ্গে সাংসদ সামিরুল

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকের পরেই মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের গঙ্গার সার্বিক অবস্থা ও ভাঙন কবলিত এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সামশেরগঞ্জে এলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আখরুজ্জামান। সোমবার দুপুরে সামশেরগঞ্জের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামানের সঙ্গে এলাকা ঘুরে দেখেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, সুতির বিধায়ক ঈমানী বিশ্বাস, সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধ সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এদিন শুরুতেই নিমতিতা বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে জলের বর্তমান অবস্থা দেখেন। পাশাপাশি বিএসএফের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। তারপরেই একে একে গঙ্গা তীরবর্তী দুর্গাপুর, ধুসরিপাড়া, ধানঘরা, শিবপুর, প্রতাপগঞ্জ, চাচন্ড, সিকদারপুর এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার সংকেত দেওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সামশেরগঞ্জের ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন এবং বর্তমানে জলের অবস্থা পর্যালোচনা করেন মন্ত্রীসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। যেকোনো জরুরী প্রয়োজনে প্রশাসন সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তারা।

রুট থাকা সত্ত্বেও গ্রামে ঢোকে না বাস, চরম দুর্ভোগে বাসিন্দারা

আজিম শেখ ● সিউড়ি

আপনজন: সিউড়ি থেকে আসানসোল এবং বর্ধমান যাওয়া ও সিউড়ি ফেরার সময় অধিকাংশ বেসরকারি বাস চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাইরোড দিয়ে চলে যাচ্ছে ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছে সিউড়ি মহকুমার চিনপাই সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। বহরমপুর - আসানসোল “দুর্গাদেবী”, আসানসোল - বহরমপুর “নিত্যানন্দ”,কেঞ্জেকুড়া - সিউড়ি “আয়েশা”, আসানসোল - বহরমপুর “শতাব্দী”,নলহাটি - আসানসোল “চাঁদনি”, চিত্তরঞ্জন - সিউড়ি “বর্তমান”, আসানসোল - জঙ্গীপুর “বাবুজী”,বর্ধমান - সিউড়ি “কৃষ্ণগোপাল”, আসানসোল - রামপুরহাট “নিত্যানন্দ”, সাইথিয়া - আসানসোল “পূজা”,চিত্তরঞ্জন - সিউড়ি “নারায়ণী” বাস সহ একাধিক বাস আসানসোল যাওয়া এবং সিউড়ি ফেরার সময় চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাইরোড দিয়ে চলে যায়। বরাকর - সাইথিয়া “সারথী”,চিত্তরঞ্জন - সিউড়ি “বাবুজী”,সাইথিয়া - আসানসোল “ড্রিম গার্ল”, সিউড়ি - আসানসোল “রয়্যাল বুলেট-১”,সাইথিয়া - আসানসোল “শতাব্দী” বাস আসানসোল যাওয়ার সময় চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাইরোড দিয়ে চলে যায়। কীর্ণাহার -

আসানসোল “প্রীতি”, রামনগর - আসানসোল “রয়্যাল বুলেট-২” বাস সিউড়ি ফেরার সময় চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাইরোড দিয়ে চলে যায়। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়ে যাত্রীরা। একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়,একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র,গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামপঞ্চায়েত অফিস, গ্রামীণ পাঠাগার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র চিনপাই গ্রামে অবস্থিত। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, গ্রামপঞ্চায়েত কর্মী,ব্যাংক কর্মী,আশাকর্মীরা কর্মসূত্রে ইলামবাজার, বাঁধেরশোল, বোলপুর, সিউড়ি, কুচুজোড়, হেতমপুর, পাঁচড়া, দুবরাজপুর, পানাগড় সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে চিনপাই গ্রামে আসেন। প্রতিদিন কর্মসূত্রে বিভিন্ন পেশার মানুষজনকে চিনপাই গ্রামে আসতে হয়। সগড়, বাঁধেরশোল, কচুজোড়, জাম্বুনি থেকে পড়ুয়ারা বাসে করে চিনপাই গ্রামের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসে। চিনপাই গ্রামে বাস না ঢোকায় তাদের হাইরোড থেকে হেঁটে আসতে হয়।
চিনপাই গ্রামের বাসিন্দা নিত্যানন্দ বাউড়ী,অক্ষয় ঘোষ,ইব্রাহিম শেখ,কমল রায়,শেখ ইসমাইল,সঞ্জীব বাগদী বলেন, “সিউড়ি থেকে আসানসোল ও বর্ধমান যাওয়া এবং ফেরার বেসরকারি বাসের রুট চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে বাসের চালক খালাসীরা বাসগুলোকে চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাইরোড দিয়ে নিয়ে চলে যায়। বারবার বলা হলেও তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। ফলে আমরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়ি অথচ বাসগুলো চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে গেলে প্রত্যেক বাসই ভালোই যাত্রী পায়। ২০২০ সালে করোনা পরবর্তী সময়ে বাস চালু হওয়ার পর এইরকম করেছিল কিন্তু তখন আরটিও অফিসে লিখিত জানানোয় সমস্যার সমাধান হয়েছিল। দুবরাজপুর, পান্ডবেশ্বরে মালপত্র তোলা নামানোর সময় ইচ্ছে করে দেরি করে তখন কিছু হয় না কিন্তু চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় বাসকর্মীদের যতো দেরি হয়ে যায়। ” এই বিষয়ে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন গ্রামবাসীরা।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসনের রুদ্ধদ্বার বৈঠক

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী এবং পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সোমবার রুদ্ধদ্বার বৈঠক করল জেলাশাসক নিতীন সিঙ্ঘানিয়া। জানলেন বন্যা কবলিত এলাকার পরিস্থিতি। পর্যাপ্ত ত্রাণ,পানীয় জল সহ চিকিৎসার ব্যবস্থার নির্দেশ দিলেন। বিহার- নেপাল সীমান্তে কোশী নদী থেকে জল ছাড়তেই ফুলহর মহানন্দা নদীতে বেড়েছে জলস্তর। আর তারপর থেকে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের নদী তীরবর্তী এলাকাগুলোতে ২০১৭ সালের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ফুলহার নদী তীরবর্তী উত্তর ভাকুরিয়া, দক্ষিণ ভাকুরিয়া, রশিদপুর, কাউয়াডোল সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হতে শুরু করেছে। রবিবার ব্লক প্রশাসন, এবং স্থানীয় বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন ওই এলাকাগুলি পরিদর্শনে যান। সচেতনতার জন্য মাইকিং করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যেই সেখানকার মানুষকে উঁচু জায়গায় সরকারি হাই স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে ত্রাণ সামগ্রী। এদিন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হরিশ্চন্দ্রপুরে

আসেন জেলাশাসক নিতীন সিঙ্ঘানিয়া। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক দপ্তরে বিডিও তাপস পাল, মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, আইসি মনোজিৎ সরকার সহ স্থানীয় জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে রুদ্ধদার বৈঠক করেন। বন্যা পরিস্থিতির কথা জানেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন ব্লক প্রশাসনকে। পানীয় জলের জন্য করা হয় ৪৭ টি টিউবয়েলের ব্যবস্থা। এছাড়াও করা হবে মেডিকেল ক্যাম্প। ত্রাণ সামগ্রী আরো বেশি করে দেওয়ারও নির্দেশ দেন। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি বৈঠক করে সমস্ত পরিস্থিতি জানলাম। ত্রাণ পানীয় জল থেকে শুরু করে চিকিৎসা। সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন জানান, জেলাশাসক এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আজ বৈঠক হলো। গতকাল আমরা পরিস্থিতি দেখে এসেছি। সব নিয়ে আলোচনা হল।

চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু, লক্ষ টাকা দিয়ে রফার চেষ্টা!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● চন্দননগর

আপনজন: চন্দননগর পা ভাঙ্গা অবস্থায় সৌমেন মুখার্জিকে তার ছেলে ভর্তি করেন চন্দননগরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোম নিউ ইউনাইটেডে। সেখানে ডাক্তার মনোজিৎ দত্ত বলেন রক্তে হিমোগ্লোবিন কম আছে অন্যান্য রিপোর্ট সব ঠিক রয়েছে অবশ্যই চিকিৎসা করা যাবে। এই বলে নয় আগস্ট চন্দননগরের ওই বেসরকারি স্বাস্থ্য সাথীতে (A) ক্যাটাগরি মানের নার্সিংহোমে ভর্তি করেন সৌমেন মুখার্জিকে। যদিও স্বাস্থ্য সাথী থেকে ৫৫ হাজার টাকা কেটে শুরু হয় তার চিকিৎসা। যথারীতি ১৩ই আগস্ট সৌমেন বাবুকে ছুটি দিয়ে দেয়া হয়। বাড়ি নিয়ে যাবার পর পয়লা সেপ্টেম্বরে আবারো সৌমেন বাবুর শ্বাসকষ্টের কারণে ওই একই নার্সিংহোমে আবারও ভর্তি করা হয়। এবারেও শুরু হয় স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের পয়সা কাটা। যদিও এবার একবার নয় দু- দুবার স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থেকে টাকা কাটা হয় বলেই অভিযোগ সৌমেন বাবুর ছেলের। তারপরেও থামেনি চন্দননগরের ওই স্বাস্থ্য সাথীতে (A) ক্যাটাগরির নিউ ইউনাইটেড নার্সিংহোম। যদিও আবারও

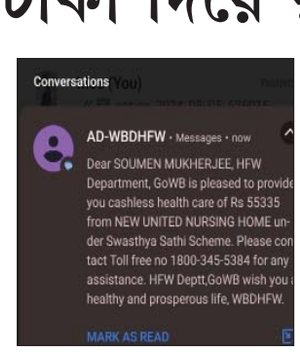

সৌমেন বাবুকে ৮সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার দিকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের কাছ থেকে নানান টেস্ট বাবদ আরো টাকা নেওয়া হয়। তারপর বেশ কিছুদিন যাবার পর ১৬ তারিখে আবারো শারীরিক অবস্থার অবক্ষয় হয় সৌমেন বাবুর। তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে আসা হয় আবারও সেই নার্সিংহোমে। যদিও চন্দননগরের ওই নার্সিংহোম এবারে আর কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাননি। তারা বলে দেন অন্য কোথাও চিকিৎসা করান। যদিও বহু আকুতি মিনতি করার পর সৌমেন বাবুকে ভর্তি নিয়ে নেয়া হয় চন্দননগরের নিউ ইউনাইটেড নার্সিংহোমে। যদিও সৌমেন বাবুর ছেলের দাবি তাকে বহুবার একটি ফর্মে সই করার জন্য বাধ্য করা হয়। যদিও সৌমেন বাবুর পুত্র ওই ফর্মে সাইন না করেই বাবার চিকিৎসা করার কথা বলেন। সৌমেন বাবুর পুত্র জানায় আমার বাবার ভুল চিকিৎসা হয়েছে। এবং এই চিকিৎসা করার জন্য একই স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থেকে তিন -তিনবার টাকা কাটা হয়েছে। এছাড়াও আমাদের কাছ থেকেও বহুবার টাকা নেওয়া হয়েছে। অবশেষে হাসপাতাল থেকে খবর আসে পৃথিবীতে আর নেই সৌমেন বাবু। তখনই শুরু হয় হাসপাতালের সাথে তর্কবিতর্ক। সৌমেন বাবুর ছেলের দাবি যে মানুষটিকে বারবার সুষ্ঠু বলে আপনারা ছুটি করে দিয়েছেন। সেই মানুষটি এত জটিলতার সাথে মৃত্যু কেন হল। এই শুনে তো নড়েচড়ে বসেন নার্সিংহোমের মালিক। চলে দর কষাকষি। অবশেষে নার্সিংহোমের মালিক সৌমেন বাবুর ছেলের সাথে দর কষেই ফেলেন। তাকে একটি কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয় এবং সেই কাগজে লিখিয়ে নেওয়া হয় অনুদান হিসেবে তাকে এক লক্ষ টাকা নার্সিংহোম থেকে দেওয়া হল। সৌমেন বাবুর ছেলের দাবি তিনি টাকা নিতে চাননি। তাকে বহুভাবে চারিদিক থেকে ভয় দেখিয়ে এই টাকা নিতে বাধ্য করা হয়েছে। যার প্রমাণ ইতিমধ্যেই আমাদের হাতে রয়েছে।

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচি বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: রাজ্য জুড়ে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পালিত হল মানববন্ধন কর্মসূচি। ‘আমার হাত তোমার হাতের, আমরা সবাই দিদির সাথে’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে বালুরঘাট শহরে আয়োজন করা হয় এই বিশেষ কর্মসূচি। দলনেত্রী কে ‘কৃতজ্ঞতা’ জানাতে এই মানববন্ধন করছে তৃণমূলের মহিলা সংগঠন। এই মানববন্ধনের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রচার এবং সাধারণ মানুষকে সেগুলির বিষয়ে সচেতন করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমরম, কুশমন্ডির বিধায়ক রেখা রায় সহ আরও অনেকে। মূলত, আরজিকর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনার সিবিআই তদন্ত

দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে এই মানববন্ধন আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমরম জানান, ‘দিদির নেতৃত্বে রাজ্য সরকার যেসব উন্নয়নমূলক কাজ করছে, তার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং বিরোধীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। ’ এবিষয়ে বিধায়ক রেখা রায় জানান, ‘গোটা রাজ্য জুড়ে আমাদের এই মানববন্ধন কর্মসূচি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মান পাচ্ছে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী’র মত বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প গুলোর সুবিধা পাচ্ছে। আমরা মেয়েরা আগামী দিনেও দিদির সঙ্গে রয়েছি। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ আমরা মানববন্ধন কর্মসূচি করছি।

মসজিদের পুনর্নির্মাণে মাদ্রাসায় দোয়া

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির শিড়রাই গ্রামে শান্তিবাগ মাদ্রাসা দারুল ফুরকান-এ সম্প্রতি একটি দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হলো। ১৯৫৪ সালে হজরত মাওলানা আব্দুল খালেক হুসেইনী (রাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসাটি ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মাদ্রাসার মসজিদ পুনর্নির্মাণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত দোয়ার মজলিসে এলাকার প্রায় হাজার খানেক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে, উপস্থিত সকলেই আল্লাহর কাছে বরকত ও সফলতা কামনা করেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, “আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে ধর্মীয় কার্যক্রমের সমর্থনে কাজ করতে হবে এবং সমাজে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে হবে। ” মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, বন্যা দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তার দাবী, ইসলাম মানুষের পাশে থেকে সকলের জন্য কাজ করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুবককে অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টা বড়ঞায়

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন:এক যুবককে ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টা অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল বড়ঞা থানার পুলিস। ধৃতের নাম টিপু শেখ। ধৃতের বাড়ি বড়ঞা থানার পাপড়দহ গ্রাম। রবিবার রাতে পুলিস তাকে গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২১ সেপ্টেম্বর পাপড়দহ গ্রামের যুবক হামিদ শেখ স্থানীয় সৈয়দপাড়া গ্রাম থেকে বাইকে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় মামুদপুর পাপড়দহ গ্রাম ঢোকার আগে তার উপর দুষ্কৃতী হামলা চলে। ধারালঅস্ত্র দিয়ে কোপান হয় তাকে। জখম যুবক এখনও কান্দি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এই ঘটনায় পুলিস অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। এদিন ধৃত যুবককে কান্দি আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

‘নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি’ সভা বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: রবিবার ছুটির দিন বর্ধমান শহরের ঐতিহ্যবাহী বর্ধমান জেলা উদয়চাঁদ গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল জামাআতে ইসলামী হিন্দের সুধী সমাবেশ। নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি শিরোনামে দেশব্যাপী সমগ্র সেপ্টেম্বর মাস ব্যাপী পরিচালিত প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে এই সুধী সমাবেশ আয়োজন করা হয়। শহর ও শহরতলীর অর্ধশতাধিক নারী পুরুষ ও ছাত্র ছাত্রী সমাবেশে অংশ নেন। সমাবেশের অন্যতম বক্তা ছিলেন প্রাবন্ধিক সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট ছোট ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন বিভাজনের এই যুগে কিভাবে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারেন। সমাবেশের প্রধান অতিথি ছিলেন অউরা পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যা মাফুজা তারান্নুম। তিনি বলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণই আমাদের সমাজের স্বাধীনতার প্রকৃত মর্মকে বিপরযস্ত করেছে। বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত পেশ করে তিনি দেখান কিভাবে মানবীয় সম্পর্কগুলো নিছক ব্যবসার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া তাদের ভালো দিকটা দেখালেও আলোর আড়ালো থাকা অন্ধকারটা দেখায় না। যার ফলে আমরা সহজেই তাদের সেই তথাকথিত ভালোকে অনুকরণ করি অন্ধভাবে। ফলে তাদের কুফলটাও আমাদের অজান্তে আমরা বহন করতে বাধ্য হচ্ছি। ওয়েলফেয়ার পার্টি অব ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা ডা. মনোয়ার বেগম বলেন, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য জানাচ্ছে প্রতি দিন ৯০ জন নারী এদেশে ধর্ষিতা হয়। প্রতি তিন মিনিটে একজন নারী নিরযাতনের শিকার হয়। এই তথ্য আমাদের বুঝিয়ে দেয় নারীর প্রতি আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কি রকম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফরিদা বেগম, বর্ধমানের বিশিষ্ঠ সমাজসেবী মাওলানা মেহবুব হোসেন মন্ডল, সমাজসেবী প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক মিরদা, জামাআতের পূর্ব বর্ধমানের জেলা সভাপতি মুহাম্মদ তাহেরুদ্দিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জামাআত সদস্য রবিউল ইসলাম। সার্বিক সহযোগিতা করেন আসলাম সেখ।

ইমাম মুয়াজ্জিন সমিতির সভায় সম্প্রীতির বার্তা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: সোমবার ইসলামপুর বাস টার্মিনাস মুক্তমঞ্চে ইমাম মুয়াজ্জিন এসোসিয়েশন এবং চেরিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়া লাল আগারওয়াল এবং গোয়ালপোখোরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানীসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। সভায় দুর্গাপূজার আগাম বার্তা হিসেবে সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব উদযাপনের আহ্বান জানানো হয়। মোহাম্মদ সাজ্জাদ, মহকুমা কো-অর্ডিনেটর, এই সভার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বলেন, “দিদির (মুখ্যমন্ত্রী) নির্দেশে

আমরা সবাইকে উৎসবের সময় সম্প্রীতির মধ্যে থাকার বার্তা দিচ্ছি। আসন্ন দুর্গাপূজা যাতে কোনও ধরনের অশান্তি ছাড়াই উদযাপিত হয়, সেই বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে। সভায় উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দও আসন্ন দুর্গাপূজার সময় শান্তি এবং সম্প্রীতির ওপর জোর দেন। এই ধরনের সভা আয়োজনের মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতির দিকটি আরও মজবুত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

প্রথম নজর

পাঁচ দশকের অপেক্ষার অবসান, খোঁজ মিলল নতুন ব্লাড গ্রুপের!

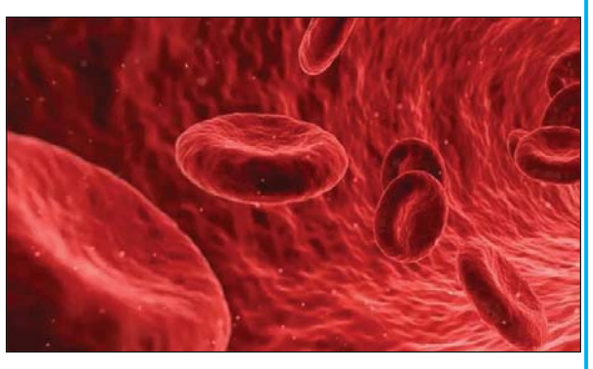

আপনজন ডেস্ক: হদিশ মিলল নতুন একটি ব্লাড গ্রুপের। সৌজন্যে এনএইচএস ব্লাড অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্ট (এনএইচএসবিটি) এবং ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের যৌথ দল। সদ্য-আবিষ্কৃত এই ব্লাড গ্রুপের নাম 'এমএএল'। বিজ্ঞানীদের দাবি, এর সূত্র জড়িয়ে রয়েছে ৫০ বছর আগে আবিষ্কৃত 'এএনডব্লুজে' নামের একটি ব্লাড গ্রুপ অ্যান্টিজেনের সঙ্গে। ১৯৭২ সালে এই অ্যান্টিজেনটির আবিষ্কার হয়। শুধু এই নতুন ব্লাড গ্রুপটির আবিষ্কারই নয়, একই সঙ্গে বিজ্ঞানীরা একটি নতুন জেনেটিক পরীক্ষা পদ্ধতিও গড়ে তুলেছেন। এই পদ্ধতির প্রয়োগে সেই সমস্ত রোগীকে সহজে শনাক্ত করা যায়, যাদের শরীরে 'এএনডব্লুজে' নামের অ্যান্টিজেন থাকে না। এর মাধ্যমে সেই সমস্ত বিরল গোত্রের রোগীদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থার আয়োজন করা যেমন সম্ভব হয়, তেমনই তাদের জন্য যোগ্য ব্লাড ডোনার অর্থাৎ রক্তদাতারও সন্ধান সহজে করা যায়।

গবেষক দলের নেতৃত্বে থাকা সিনিয়র রিসার্চ সায়েন্টিস্ট, লুই টিলে জানিয়েছেন, ''এই পদ্ধতি থেকে উপকৃত হবেন রোগীরা। তবে এর উদ্ভাবন আমাদের কাছে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের ছিল।'' প্রসঙ্গত, গত ২০ বছর ধরে এই বিষয়ে গবেষণা করছেন লুই। তিনি জানিয়েছেন, যুগান্তকারী এই গবেষণা থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিলেছে। এক, 'এএনডব্লুজে' অ্যান্টিজেনের হদিশ। দুই, 'এমএএল' ব্লাড গ্রুপ সিস্টেমের খোঁজ। বলা হচ্ছে, এই 'এমএএল' ব্লাড গ্রুপের ৪৭-তম সদস্য। তিন, 'এমএএল'-এর সঙ্গে 'এএনডব্লুজে'-নেগেটিভ ফেনোটাইপের সম্পর্ক। এবং চার, নতুন জিনোটাইপ টেস্টের মাধ্যমে বিরল 'এএনডব্লুজে' নেগেটিভ মানুষদের সন্ধান বের করা।

এই প্রসঙ্গে ফিলিপ ব্রাউন নামে এক ল্যাব টেকনিশিয়ানের বক্তব্য, 'আমি একাধিকবার ব্লাড ট্রান্সফিউশন এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গিয়েছি। ফলে যাদের রক্তদাতার দরকার হয়, তারা যাতে দ্রুত উপযুক্ত ডোনারের সন্ধান পান এবং দ্রুত ব্লাড গ্রুপ মিলে যাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব হয়, তার জন্য এই গবেষণা পদ্ধতির গুরুত্ব কতটা, তা বুঝতে পারছি।'

সুদানে আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিমান হামলা

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আফ্রিকার দেশ সুদানের রাজধানী খার্তুমে অবস্থিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে সামরিক বাহিনীর ভয়াবহ হামলার অভিযোগ উঠেছে। দেশটির সামরিক বাহিনী সরাসরি বিমান হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, সুদানের সামরিক বাহিনী সোমবার ভোরে খার্তুমে অবস্থিত আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বিমান হামলা চালিয়েছে। এই হামলাকে আমিরাত কর্তৃপক্ষ 'জঘন্য' আখ্যা দিয়ে কড়া নিন্দা জানিয়েছে। আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামলায় রাষ্ট্রদূতের বাসভবনটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সুদানের সামরিক বাহিনী এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। গত প্রায় দেড় বছর ধরে সুদানে চলমান গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই হামলা ঘটে। সুদানের সেনাবাহিনী বারবার সংযুক্ত আরব আমিরাতকে তাদের শত্রুপক্ষ, আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে (আরএসএফ) অস্ত্র ও সহায়তা দেওয়ার অভিযোগ করে আসছে। যদিও আমিরাত এই অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করেছে।

তবে জাতিসংঘের নিরীক্ষকরা এই অভিযোগকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন যে, সংযুক্ত আরব আমিরাত আরএসএফকে সামরিক সহায়তা দিয়েছে। সংঘাতের শুরুতে সুদানের সেনাবাহিনী ও আরএসএফের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে গত বছরের এপ্রিলে যুদ্ধ শুরু হয়।

অনলাইনে 'ফিলিস্তিনপন্থী স্লোগান' দিলে নাগরিকত্ব দেবে না জার্মানি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের সমর্থনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি' (নদী থেকে সাগর) স্লোগান শেয়ার করলে, লাইক দিলে বা কমেন্টস করলে তাদের নাগরিকত্ব দেবে না ইউরোপের দেশ জার্মানি। নর্থ জার্মান রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন (এনডিআর) জানিয়েছে, যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'নদী থেকে সাগর' স্লোগান ব্যবহার, লাইক বা মন্তব্য করবেন তারা জার্মান নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য হবেন না। জার্মান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নতুন নিয়মেও বলা হয়েছে, এই স্লোগান ব্যবহার করলে কোনো ব্যক্তি জার্মান নাগরিক হওয়ার অযোগ্য হবেন।

এই স্লোগানের শিকড় ১৯৬০-এর দশকের। জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ফিলিস্তিনের সম্পূর্ণ মুক্তির দাবিতে এই স্লোগান দেওয়া হয়।

গত ২৭ জুন জার্মানির দ্বৈত নাগরিকত্ব আইন প্রণয়নের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হিজবুল্লাহ প্রধান নাসরাল্লাহর হত্যাকাণ্ড নিয়ে আরব বিশ্বে বিভক্তি

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় লেবাননের প্রভাবশালী সশস্ত্রগোষ্ঠী হিজবুল্লাহর প্রধান সাইয়্যেদ হাসান নাসরাল্লাহ নিহতের পর চুপ থেকেছে অনেক সুন্নি-নেতৃত্বাধীন দেশ। এই বিষয়টি ইসরায়েলের প্রতি ক্ষুব্ধ জনসাধারণ এবং ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা বা হিজবুল্লাহর পৃষ্ঠপোষক ইরানের বিরোধিতা করা কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিভাজনকে বেশ স্পষ্ট করেছে।

দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে শক্তিশালী শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ নেতৃত্ব দিয়েছেন নাসরাল্লাহ। ২০১৬ সালে হিবজুল্লাহকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেছিল উপসাগরীয় দেশগুলি এবং বৃহত্তর আরব লীগ। তবে চলতি বছরের শুরুর দিকে তা প্রত্যাহার করে নেয় আরব লীগ।

সুন্নি-শাসিত সৌদি আরব রোববার রাতে এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা গুরুতর উদ্বেগ নিয়ে লেবাননের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

বিবৃতিতে লেবাননের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষার আহ্বান জানানো হলেও এতে নাসরাল্লাহর উল্লেখ ছিল না।

সুন্নি-শাসিত দেশ কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন নাসরাল্লাহর হত্যাকাণ্ড নিয়ে পুরোপুরি নীরব থেকেছে। ২০২০ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে। ২০১১ সালে বাহরাইন শিয়া সম্প্রদায়ের গণতন্ত্রপন্থী বিদ্রোহকে দমন করেছে।

তবে ইরানপন্থি বাহরাইনি লুয়ালুয়া টিভি নাসরাল্লাহর জন্য শোক পালন করা কিছু ছোট ছোট মিছিলের ভিডিও সম্প্রচার করেছে। চ্যানেলটি বলেছে, বাহরাইনি সরকার বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা করেছে এবং কয়েকজনকে আটক করেছে।

বাহরাইনি বিরোধী ওয়েবসাইট বাহরাইন মিরর জানিয়েছে, নাসরাল্লাহর প্রতি শোক প্রকাশের জন্য এক শিয়া আলেমকে আটক করা হয়েছে।

মিশরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতির সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন।

লেবাননের সার্বভৌমত্বের যে কোনও লঙ্ঘনকে প্রত্যাখ্যান করেছে মিশর। তবে বিবৃতিতে নাসরাল্লাহর উল্লেখ ছিল না।

মিশর অতীতে ইরান এবং তার মিত্রদের সমালোচনা করেছে। অবশ্য ইরানের সাথে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বজায় রেখেছে মিশর। তবে গত বছর ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেছেন মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

রোববার নাসরাল্লাহ হত্যার পর প্রথম টেলিভিশন ভাষণে সিসি বলেন, এই অঞ্চলটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তবে মিশর এমন কোনও বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে না যা এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে। ভাষণে তিনি নাসরাল্লাহর উল্লেখ করেননি।

তবে নাসরাল্লাহ হত্যার পর সিরিয়া ও ইরাকের মতো দেশগুলো তিন দিনের শোক ঘোষণা করেছে।

ওমানের গ্র্যান্ড মুফতি শেখ আহমদ বিন হামাদ আল-খলিলি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্ট বলেছেন, তার দেশ হিজবুল্লাহ প্রধানের মৃত্যুতে শোকাহত।

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে হিজবুল্লাহর হস্তক্ষেপ নিয়ে অনেকেই নাসরাল্লাহর সমালোচনা করেছেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থিত সাংবাদিক সাইফ আল-দারেই এক্সে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন।

ভিডিওতে দেখা গেছে, নাসরাল্লাহর হত্যার খবর পাওয়ার পর সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের স্থানীয়রা আনন্দ করছে।

তবে অনেকেই গাজায় সামরিক অভিযান এবং সম্প্রতি লেবাননে সংঘাত বাড়ায় নাসরাল্লাহ এবং ইসরায়েল-উভয়ের সমালোচনা করেছেন।

অস্ট্রিয়ার নির্বাচনে প্রথমবারের মতো রুশপন্থীদের ঐতিহাসিক জয়

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রিয়ার অতি-ডানপন্থী ফ্রিডম পার্টি দেশটির সংসদ নির্বাচনে বিজয় অর্জন করেছে, যার ফলে মধ্য ইউরোপে রাশিয়াপন্থিরা শক্তিশালী হয়েছে। ভোটের প্রায় চূড়ান্ত সরকারি অনুমান অনুসারে এফপিও ২৯ শতাংশ কম ভোটে জয়ের পথে থাকায় অস্ট্রিয়ার পরবর্তী চ্যান্সেলর পদে হাবার্ট কিকেলের দাবিকে শক্তিশালী করেছে। এফপিও প্রথমবারের মতো অভিবাসন সংক্রান্ত ক্রমবর্ধমান কট্টরপন্থী এবং চরমপন্থী নীতি গ্রহণ করেছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিকেলের অধীনে ইউক্রেনের যুদ্ধের বিষয়টি একটি জাতীয় নির্বাচনে প্রথম এসেছে। কিকেল রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং ইউক্রেনের কঠোর সমালোচক হিসেবে ইউরোপে জীবনযাত্রার সংকটের জন্য ব্লকের অবস্থানকে দায়ী করেছেন। ভোটাররা তাদের ইচ্ছা ঘোষণা করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'জর্গ হায়দার আমাদের জন্য গর্বিত হবেন। প্রায় দুই বছর ধরে জাতীয় মতামত জরিপে নেতৃত্ব দিলেও দলের বিজয় প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ছিলো।

এদিকে মধ্যেপন্থী রক্ষণশীল 'ওভিপি' ২৬ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করলেও কোনোরকমে মূল ভোটে টিকে থাকে যা এ যাবৎ তাদের খারাপ ফলাফল। পরবর্তীতে ওভিপি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও উদারপন্থী নিউসের সাথে একটি মহাজোট গঠন করতে পারে যদিও নীতিগত অবস্থানের কারণে তা অবাস্তব হতে পারে। তবে ওভিপি ও এফপিওর নীতিগত অবস্থানে বেশ মিল রয়েছে। কিকেল তার প্রচারাভিযানের কৌশলের অংশ হিসেবে দেশের নাৎসি অতীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা ভাঙার কথা বলেছেন। এদিকে ভিয়েনাভিত্তিক রাজনৈতিক ঝুঁকি পরামর্শদাতা মার্কাস হাউ বলেছেন, মহাজোট গঠনে ভ্যান ডার বেলেন কঠোরভাবে চাপ দেবেন। তিনি বিষয়টিকে জুয়া হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, এটি এফপিও পার্টির বিরুদ্ধে রেল করার জন্য যুক্তি দাঁড় করাবে।

ইসরায়েলি হামলায় লেবাননে হামাস নেতা আল-আমিনি নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের নেতা ফাতাহ শরিফ আবু আল-আমিনি হত্যা করেছে ইসরায়েল। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে একটি শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় তিনি নিহত হন। হামাস এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

হামাস জানিয়েছে, ফাতাহ শরিফ আবু আল-আমিনি লেবাননে হামাসের নেতা ছিলেন। হামাসের প্রবাসী নেতৃত্বের একজন সদস্য ছিলেন তিনি। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে আল-বাস শরণার্থীশিবিরে নিজ বাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলার শিকার হয়ে তিনি নিহত হয়েছেন।

কয়েক সপ্তাহ ধরে লেবাননে হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গত শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়, তারা বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতে হিজবুল্লাহর কেন্দ্রীয় কমান্ড সদর দপ্তরে হামলা চালিয়ে নাসরুল্লাহকে হত্যা করেছে। তবে কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে, সে বিষয়ে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অস্ট্রেলিয়ায় হিজবুল্লাহর পক্ষে বিক্ষোভকারীদের দেশ ছাড়া করার হুঁশিয়ারি

আপনজন ডেস্ক: গত শুক্রবার বৈরুতে ইরান সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে বোমা হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এর জেরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও মেলবোর্নে বিক্ষোভ হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাজারো বিক্ষোভকারী নাসরুল্লাহর নিহতের ঘটনায় বিক্ষোভে নামেন সিডনি ও মেলবোর্নে। তারা লেবাননের পক্ষে ইসরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, কিছু বিক্ষোভকারী ফিলিস্তিন, লেবানন ও হিজবুল্লাহর পতাকা হাতে নিয়েও বিক্ষোভ করেন। অনেককে সেইসময় কাঁদতেও দেখা গেছে। এমন ঘটনার পর রবিবার কড়া বার্তা দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক। তিনি বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের ভিসা বাতিল করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই ঘটনায় দেশটির বিরোধী নেতা পিটার দুটন বলেছেন, আমরা এক অনিশ্চিত সময়ের মধ্যে চলে যাচ্ছি। টনি বার্ককে একহাত নিয়ে এই নেতা বলেন, এই সরকার বেশি কথা বলছে, কিন্তু তেমন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সিডনি ও মেলবোর্নের বিক্ষোভ নিয়ে পিটার বলেছেন, ইহুদি কমিউনিটিতে বসবাসরত লোকেরা ভয়ের মধ্যে আছেন। একজন সন্ত্রাসী নেতার মহিমান্বিত হওয়ার ব্যাপারে চরম ক্ষোভ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন পিটার। তিনি বলেছেন, এটি অস্ট্রেলিয়ার আইনের পরিপন্থী। হিজবুল্লাহ, হামাস এবং অন্যান্যদের যারা মহিমান্বিত করছে সরকার এখনও তাদের গ্রেফতার বা ভিসা বাতিল করছে না কেন বলে প্রশ্ন তুলেছেন পিটার। তিনি বলেছেন, আমাদের দেশে এমন লোকদের কোনও জায়গা নেই। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ায় হিজবুল্লাহ ও হামাস তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠন।

দুই ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দিল ইরান

আপনজন ডেস্ক: সশস্ত্র ডাকাতির সময় একজন পুলিশ অফিসারকে হত্যার অভিযোগে জনসমক্ষে দুই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন ইরানের বিচার বিভাগ। মধ্য মারকাজি প্রদেশের খোমেইন শহরে আজ সকালে দুই সশস্ত্র ডাকাতের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩০ মি.

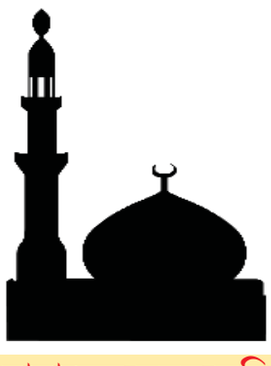

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৮	৫.২৮
যোহর	১১.৩১	
আসর	৩.৪৫	
মাগরিব	৫.৩০	
এশা	৬.৩৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৯	

গ্রিসে ছড়িয়ে পড়া দাবানলে ২ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: গ্রিসের মধ্যাঞ্চলীয় করিন্থের রুক্ষ পার্বত্য এলাকায় প্রবল বাতাসে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছড়িয়ে পড়া দাবানলে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানী এথেন্স থেকে ১২০ কিলোমিটার পশ্চিমে পেলোপনিস উপদ্বীপের সমুদ্রতীরবর্তী শহর সিলোক্যাস্ত্রোর কাছে দাবানলের সূত্রপাত হয়। দাবানলের কারণে নিকটবর্তী বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে। শত শত দমকল কর্মী নয়টি আকাশযানের সহায়তা নিয়ে দাবানলের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

ইসরায়েলকে কড়া হুঁশিয়ারি দিল হিজবুল্লাহ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি সব ধরনের আগ্রাস মোকাবেলায় প্রস্তুত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। সংগঠনটির উপপ্রধান নাঈম কাসেম আজ সোমবার এ কথা জানিয়েছেন। সেই সাথে দ্রুতই গোষ্ঠীটির নতুন প্রধান নিয়োগ দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বৈরুতে হিজবুল্লাহর সদর দপ্তরে গত শুক্রবারের ইসরায়েলি হামলায় নিহত হন হিজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ।

ভিডিও বার্তায় নাঈম কাসেম বলেছেন, 'আমরা (হিজবুল্লাহ) যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করব। ইসরায়েল যদি স্থলপথে আগ্রাসনের সিদ্ধান্ত নেয়, আমরাও প্রস্তুত আছি। প্রতিরোধ বাহিনীগুলো স্থল হামলা মোকাবিলায় প্রস্তুত।'

গত দুই সপ্তাহ ধরে লেবাননে টানা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এতে হিজবুল্লাহর বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা নিহত হয়েছেন। ইসরায়েল এবার লেবাননে স্থল অভিযান পরিচালনাও করতে পারে। ইতোমধ্যে লেবানন সীমান্তে ইসরায়েল বিপুলসংখ্যক ট্যাংক জড়ো করেছে। নাঈম কাসেম আরও বলেন, ইসরায়েল লেবাননের সর্বত্র হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। এমন কোনো বাড়ি নেই যেখানে ইসরায়েলের আগ্রাসনের ছাপ পড়েনি। তিনি বলেন, ইসরায়েল বেসামরিক লোকজন, শিশু, বয়োবৃদ্ধ, অ্যাম্বুলেন্সের ওপরও হামলা চালাচ্ছে। তারা যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়ছে না; বরং হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে।

পাকিস্তানে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরাল্লাহকে হত্যার প্রতিবাদে পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর করাচিতে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। রোববার বিক্ষোভকারীরা মার্কিন কনস্যুলেটে পৌঁছানোর চেষ্টা করলে, পুলিশ তাতে বাঁধা দেয়। এসময় বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ করে পাথর ছুড়ে মারলে,ব্যাপক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। রোববার সন্ধ্যায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পাটকেল ও পাথর ছুড়েছে। অন্যদিকে পুলিশও বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাসের শেল ছুড়েছে। গত শনিবার ইসরায়েলি হামলায় হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরুল্লাহর নিহতের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর পাকিস্তানজুড়ে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভে রাস্তায় নেমে পড়ে। বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। প্রথমে ইসরায়েল জানায়, তারা শুক্রবারে দক্ষিণ বৈরুতের শহরতলীতে হামলা চালিয়ে হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করেছে। পরে হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকেও নাসরুল্লাহর নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করা হয়। করাচি পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল মজলিস ওয়াহদাত মুসলিমিন এই বিক্ষোভের আয়োজন করেছিল। বিক্ষোভ র‍্যালি পিআইডিসি মোড় থেকে শুরু হয়ে আইসিআই ব্রিজ হয়ে ইউএস কনস্যুলেটের দিকে যাচ্ছিল।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৬৭ সংখ্যা, ১৫ আশ্বিন ১৪৩১, ২৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

যুদ্ধ-শৃঙ্খল

শরীর কোথাও যখন সারাক্ষণ যন্ত্রণা চলিতে থাকে, তখন প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট হইলেও একটা সময় আসিয়া কষ্ট-যন্ত্রণা যেন অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়। সারা বিশ্বের অবস্থাও তেমনই। একবিংশ শতকের শুরু হইতেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধাবস্থা চলিতেছিল। সমুদ্রের জোয়ারভাটার মতো তাহা সাময়িক সময়ের জন্য উঠানামা করিয়াছে মাত্র, শেষ আর হয় নাই। এখন দিকে দিকে যুদ্ধ, সংঘর্ষ, সংঘাত, ক্ষয়ক্ষতির নূতন নূতন ক্ষেত্র তৈরি হইতেছে। এই যুদ্ধ-সংঘাতের হাত ধরিয়াই চলিতেছে বড় ধরনের মানবিক সংকট। গাজায় যাহা হইতেছে তাহাকে এক কথায় বলা যায়–বিশ্বের মোড়লদের সম্মিলিত শক্তি যেন ঠাসিয়া ধরিয়া গাজার মানবতাকে জবাই করিতেছে। খাদ্য নাই, ঔষধ সরবরাহের পথ রুদ্ধ, শিশুসহ অযুত নিরীহ মানুষ হত্যা! যুদ্ধের নির্মম বলি কেন হইবে নিষ্পাপ শিশুরা?

রাশিয়া-ইউক্রেনে যাহা চলিতেছে, তাহা কবে থামিবে? সম্প্রতি নামকরা জার্মান পত্রিকা বিল্ডে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হইয়াছে–রাশিয়া সামরিক জোট ন্যাটোর মিত্র দেশগুলিতে আক্রমণ করিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ আরো প্রসারিত করিতে পারে। আর ইহার মাধ্যমে শুরু হইতে পারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও। বিল্ড বলিতেছে, ডিসেম্বরের মধ্যে নিজেদের প্রোপাগান্ডা এবং আরো সহিংসতাকে ইন্ধন দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে রাশিয়া। যুদ্ধ-সংঘাতে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিরতাও কমিতেছে না সহজে। ২০২৩ সালের মতো ২০২৪ সালেও নিরাপত্তা হইতে যাইতেছে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক যেই অনিশ্চয়তা শুরু হইয়াছিল এবং প্রবাহিত হইয়াছিল ২০২৩ সালে ইসরায়েল-হামাস সংঘর্ষের দিকে, তাহা ২০২৪ সালেও অব্যাহত থাকিত বলিয়া বিশ্লেষকেরা মনে করিতেছেন। যদি এইভাবে শান্তি অধরা থাকে, তাহা হইলে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ও মন্দা প্রলম্বিত হইবে। ইতিপূর্বে তৈল, খাদ্য ও সারের অনিশ্চয়তা অন্যান্য পণ্যের উপর প্রভাব ফেলিবে এবং বিশ্ব জুড়ে মূল্যস্ফীতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। বর্তমানে কিছু দেশে, যেমন–তুরস্ক (৮৬ শতাংশ), ইরান (৪০ শতাংশ) ও পাকিস্তানে (২৯ শতাংশ) মূল্যস্ফীতি ভয়ংকর জায়গায় চলিয়া গিয়াছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও মূল্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিতেছে না। বাংলাদেশে সম্প্রতি পরিচালিত একটি জরিপে জানা গিয়াছে, গত বত্সর ৩০ শতাংশ ব্যবসায়ী জানাইয়াছেন তাহাদের ব্যবসা ভালো চলিতেছে না। উত্পাদন ও বিপণন কমিয়াছে। তাত্পর্যপূর্ণ তথ্য হইল, মাত্র ৬ শতাংশ ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, আগের অর্থবত্সরের তুলনায় তাহারা ভালো করিয়াছেন। এই দিকে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির এবং বিশেষ করিয়া তৈলের মূল্যের অস্থিরতার পাশাপাশি সুদের হার বাড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার নীতিগত হারকে উচ্চ (এখন ৫.৫ শতাংশ) রাখিতেছে। ফলে অন্য দেশগুলিরও সুদের হার চাপের মধ্যে রহিয়াছে। যাহাদের মূল্যস্ফীতি অধিক, তাহাদের সুদের হার, যেমন–তুরস্কে ৩০ শতাংশ, পাকিস্তানে ২২ শতাংশ এবং ইরানে ১৮ শতাংশে উঠিয়া গিয়াছে। কারণ, মূল্যস্ফীতির অনিশ্চয়তা সুদের হারের অস্থিরতাকে প্রভাবিত করিয়া থাকে। ইহা ব্যবসার ক্ষমতার উপর চাপ সৃষ্টি করে, বিশেষ করিয়া ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে ছোট ও মাঝারি আকারের উদ্যোক্তরা বিপদে পড়েন।

সার্বিকভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি, নিরাপত্তা, নিষেধাজ্ঞা ও সরবরাহ শৃঙ্খলের আন্তঃদেশীয় প্রক্রিয়ার সহিত পণ্য, কোম্পানি এবং দেশগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গত বত্সর একটি জটিল খেলায় পরিণত হইয়াছিল। এই বত্সরও তাহা আরো জটিল হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগও বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিক বৃষ্টি, অধিক বন্যা-ধস, খরা, হিটওয়েভ, ভূমিকম্প-ঝড়–সকল মিলাইয়া যেন বৈশ্বিক টালমাটাল অবস্থার উন্নয়ন দেখা যাইতেছে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে/ ঝঙ্কারধ্বনি রণিল কঠিন শৃঙ্খলে'। আমাদের, বিশ্ববাসীর ভাঙিতে হইবে এই যুদ্ধ-শৃঙ্খল। নচেত্ আমরা সকল দিক দিয়াই বিপর্যস্ত হইতে থাকিব।

প্রতিবেশী দেশে সরকার বদল, ভারতের 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতিতে কী প্রভাব পড়বে?

বাংলাদেশ ভারতের অন্যতম প্রতিবেশী দেশ, যেখানে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে সেই সব দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কিছুটা অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। গত সপ্তাহে শ্রীলঙ্কায় বামপন্থী আনুরা দিসানায়েক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। নেপাল আর মালদ্বীপে ২০২৩ সালে এবং মিয়ানমার ও আফগানিস্তানে ২০২১-এ ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। অন্যদিকে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের টানাপোড়েন তো চলছেই। লিখেছেন **ইশাদ্রিতা লাহিড়ী...**

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহম্মদ ইউনুস।

জো বাইডেনের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রেস নোটে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে দুই নেতার মধ্যে সম্পর্কের উষ্ণতার বিষয়টি। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে 'আরও প্রচেষ্টা চালাতে হবে'। তবে মি. ইউনুস ও জো বাইডেনের মধ্যে যে উষ্ণতা দেখা গেছে নিউইয়র্কে, তা নরেন্দ্র মোদী সরকারের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছে মোদী সরকার। বাংলাদেশ ভারতের অন্যতম প্রতিবেশী দেশ, যেখানে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে সেই সব দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কিছুটা অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। গত সপ্তাহে শ্রীলঙ্কায় বামপন্থী আনুরা দিসানায়েক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। নেপাল আর মালদ্বীপে ২০২৩ সালে এবং মিয়ানমার ও আফগানিস্তানে ২০২১-এ ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে।

অন্যদিকে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের টানাপোড়েন তো চলছেই।

নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর তার সরকার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উন্নয়নে 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতি চালু করে।

অনেকে মনে করছেন, প্রতিবেশী দেশগুলোতে সরকার পরিবর্তনের পরে ওই নীতি কতটা কার্যকরী, তা এখন বিচার করার সময় হয়েছে।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত তার বেশ কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে।

কীভাবে ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশীদের সংঘাতগুলো চলেছে, সেদিকে নজর দেওয়া যাক।

প্রথমে মালদ্বীপ।

সেদেশের নতুন প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ মুইজের নির্বাচনি স্লোগানই ছিল 'ইন্ডিয়া আউট'।

ক্ষমতায় আসার পরেই কয়েক দশক ধরে চলে আসা একটি প্রথা ভেঙেছেন তিনি। প্রথাটা ছিল মালদ্বীপে ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যেক প্রেসিডেন্টেরই প্রথম বিদেশ সফরটা হয় ভারতে।

কিন্তু প্রথম সফরের জন্য তুরস্ককে বেছে নেন মি. মুইজ। এবছরের শুরুর দিকে চীন সফর থেকে ফিরে এসেই তিনি ভারতকে অনুরোধ করেন যে মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করতে হবে।

ভারত সেই অনুরোধ মেনে নিয়ে সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। তবে জুলাই মাসে মি. মুইজের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি ভারতকে তার দেশের 'ঘনিষ্ঠতম সহযোগী' বলে অভিহিত করেন এবং আর্থিক সহায়তা চান।

এবার আসা যাক নেপালের প্রসঙ্গে।

নেপালে ২০২০ সালে ক্ষমতায় আসার পরে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি বলেছিলেন যে ভারত নেপালের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে।

তবে ২০২৪ সালে মি. ওলি আবারও নেপালের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন এবং এখন ধীরে ধীরে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।

গত সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন চলাকালীন মি. ওলি এবং নরেন্দ্র মোদী দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন। দুই দেশই এই বৈঠককে ইতিবাচক হিসেবে বর্ণনা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মি. মোদী বলেছেন যে ভারত ও নেপালের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ় এবং তারা এই সম্পর্ককে আরও গতিশীল করার দিকে এগোচ্ছেন।

আফগানিস্তানের প্রসঙ্গে দেখা যায় যে ভারত এখনও পর্যন্ত তালিবানকে সেদেশের বৈধ সরকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে আফগানিস্তানে কূটনৈতিক উপস্থিতি রয়েছে এমন ১৫টি দেশের তালিকায় ভারতও রয়েছে।

সবশেষে বাংলাদেশ।

মুহাম্মদ ইউনুস ক্ষমতায় আসার পর ভারত কিছুটা ব্যাকফুটে চলে আসে। শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক ছিল।

কিন্তু বাংলাদেশে যখন হাসিনা-বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয় তখন সেখানকার মানুষ ভারতকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মি. ইউনুস উভয়ই একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তবে এর অভিমুখ কী হবে তা এখনও স্থির হয় নি।

'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতি কতটা কার্যকরী?

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো বড় দেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করার প্রচেষ্টায় নিজের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয় নি ভারত।

সিনিয়র সাংবাদিক ও দ্য হিন্দুর কূটনৈতিক সম্পাদক সুহাসিনী হায়দার বলেন, "নিজের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টা ভারতের পক্ষে কখনোই সহজ ছিল না। গত ১০ বছরে সরকার নেইবারহুড ফার্স্টের কথা বলেছে ঠিকই, কিন্তু তা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এই বিষয়ে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হয় নি। সুতরাং ভারতের এটা আশা করা উচিত নয় যে ভারতের ব্যাপারে এই দেশগুলোর সুখানুভূতি হবে।"

সুহাসিনী হায়দার বলছেন, "প্রতিবেশী দেশগুলির সরকার সবসময়ে যে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে একমত হবে, এমন ভাবাটা ভুল। ভারত তার প্রতিবেশীদের ওপর নিজের পররাষ্ট্রনীতি চাপিয়ে দিতে পারে না। প্রতিবেশী দেশগুলিতে লাগাতার পটপরিবর্তন হওয়ার ঘটনা থেকে সরকার এই শিক্ষাই পাচ্ছে।"

তবে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার বীণা সিক্রি মনে করেন যে ভারতের 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতি যথেষ্ট গতিশীল।

তার কথায়, "এই নীতিটি খুবই নমনীয়। আমরা (ভারত) যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারি। এর সবথেকে ভাল উদাহরণ হল ভারত যেভাবে মালদ্বীপে মি. মুইজের 'ইন্ডিয়া আউট' নীতির মোকাবেলা করল। ধীরে ধীরে বিষয়টা থিতিয়ে গেল।

"শ্রীলঙ্কা যখন ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন ভারত শ্রীলঙ্কাকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ভারত বলেছে যে তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চায়," বলছিলেন মিজ. সিক্রি।

তার কথায়, "এর থেকেই বোঝা যায় যে নেইবারহুড ফার্স্ট নীতির উন্নতি হচ্ছে এবং এখন তা বেশ শক্তপোক্ত হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছর ধরে এই নীতি পরীক্ষিত হয়েছে এবং এখন সেই পরীক্ষায় নীতিটি সফল হয়েছে।"

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও গণতন্ত্র

বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক নানা কারণে প্রভাবিত হয়। এগুলির মধ্যে আছে ওইসব দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও গণতন্ত্রায়ন।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বর্ণ সিং বলছেন, "কোনও সন্দেহ নেই যে, এসব দেশে ক্ষমতার পালাবদল ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে।

"কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে ওই পরিবর্তনগুলি ভারতের কারণে হয় নি। প্রতিবেশী দেশগুলোর পরিবর্তনের কারণ তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি। আমেরিকার মাত্র দুটি বড় প্রতিবেশী রয়েছে- মেক্সিকো ও কানাডা। কিন্তু পাকিস্তান ছাড়াও ভারতকে ঘিরে রয়েছে বেশ কিছু ছোট ছোট দেশ। এর ফলে 'স্মল স্টেট সিনড্রোম'-এর পরিস্থিতি তৈরি হয়," বলছিলেন স্বর্ণ সিং।

তার ব্যাখ্যা, "এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশীদের মনে হয় যে ভারত তাদের রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে। এই ছোট ছোট দেশগুলিতে গণতন্ত্র যত শক্তিশালী হবে, ততই তাদের পক্ষে ভারতকে মোকাবেলা করা ওই দেশগুলির নিজস্ব পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভুটান ও ভারতের মধ্যে সবসময়ই চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু নির্বাচন হলেই সেখানে ভারত-বিরোধী স্লোগান ওঠে।"

নেপাল, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মতো ছোট দেশগুলো চীন ও ভারত থেকে 'সম-দূরত্ব' নীতি নিয়ে চলে।

ভারত তার কোনও প্রতিবেশীর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে পারে না, কিন্তু বাংলাদেশের মতো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারত দূরদর্শিতার অভাব দেখিয়েছে।

সুহাসিনী হায়দার বলছেন, "বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশেষভাবে গুরুতর, কারণ যেখানে ভারতের হাইকমিশন এবং দেশের চারটি উপদূতাবাস আছে, তা সত্ত্বেও সেখানকার পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি ভারত। "বাংলাদেশে ভারত কেবল একটি পক্ষের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখেছিল এবং সেদেশের বিরোধীদের উপেক্ষা করেছিল। এখন এই ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে ভারতকে," বলছিলেন সুহাসিনী হায়দার।

তিনি এও বলছেন যে এর বিপরীতে শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভারত অনেক ভালভাবে সামলিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগেই আনুরা দিসানায়েককে ভারতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

তবে অনেক প্রতিবেশী দেশে ভারতীয়দের প্রকল্পও রয়েছে, যেমন শ্রীলঙ্কায় আদানির প্রকল্প। ভারতকে বুঝতে হবে যে তারা যদি এইধরনের প্রকল্পগুলির হয়ে ওকালতি করে, তাহলে তার নিজস্ব পরিণাম তো হবেই।"

কোনদিকে এগোবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে ভারতকে অনেক ধৈর্যশীল হতে হবে।

বীণা সিক্রি বলেন, "আমি বলব যে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ইতিবাচক এবং আমাদের বিদেশ নীতি যে কোনও পরিস্থিতিই সামলানোর জন্য সক্ষম।

বিশ্বজুড়েই সরকার বদলায়, কিন্তু আমাদের প্রতিক্রিয়া এমন হবে, যাতে দেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে ওইসব পরিবর্তনগুলির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।" সুহাসিনী হায়দার বলছেন যে ভারতের বোঝা উচিত যে তার অভ্যন্তরীণ নীতিমালাও প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ওপরে প্রভাব ফেলতে পারে।

তার কথায়, "ভারতকে প্রতিবেশীদের নেতা হিসাবে দেখা হয়। তাই সিএএ-র মতো ভারতের নীতিগুলি প্রতিবেশীদেরও প্রভাবিত করে। যখন সিএএ ঘোষণা করা হয়, তখন বাংলাদেশেও বিক্ষোভ হয়েছিল। শেখ হাসিনার সরকার সিএএ মেনে নিলেও তাতে ভারতের ভাবমূর্তি কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের মানুষ সিএএ-র বিরোধিতা করেছে।"

"শুধু ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাই যথেষ্ট নয়, এসব দেশের সাধারণ মানুষের মনও জয় করা দরকার," বলছিলেন সুহাসিনী হায়দার।

অধ্যাপক স্বর্ণ সিংয়ের মতে, ধৈর্যই হল মূলমন্ত্র।

তার কথায়, "নেপালে অলি আর বাংলাদেশে ইউনুসের ক্ষেত্রে ভারত অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। অশান্ত পরিস্থিতিতেও ভারত সংযম দেখিয়েছে। ভারত জানে যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হলে ক্ষতি তারই। কারণ এ ধরনের পরিস্থিতিতে চীন তার প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে যায়।"

সৌ: বিবিসি বাংলা

গণতন্ত্র রক্ষা করা প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পাশারুল আলম

ভারত, বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত। এই পরিচয় কেবল একটি গর্বের বিষয় নয়, বরং প্রতিটি নাগরিকের জন্য বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আসে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের মৌলিক অধিকার যেমন চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার এবং সম্মানজনক জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান করে। তবে আজকের দিনে এই গণতান্ত্রিক কাঠামো নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA), কৃষি আইন, শ্রমিক অধিকার খর্ব করা, সরকারি সংস্থা ও আদালতের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপসহ বিভিন্ন ইস্যুতে গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গণতন্ত্রের সুরক্ষা এবং সঠিক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হলে আমাদের, সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্ব নিতে হবে।

গণতন্ত্রের সুরক্ষায় নাগরিকের ভূমিকা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হল দেশের সংবিধান ও আইনকে সম্মান করা। সংবিধান আমাদের মৌলিক অধিকার প্রদান করে, কিন্তু এর সুরক্ষা ও কার্যকরতা আমাদের হাতেই রয়েছে। ভোটাধিকার এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এটি শুধুমাত্র একটি অধিকার নয়, বরং একটি দায়িত্ব। সচেতন এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সঠিক প্রশাসন নির্বাচন করার জন্য আমাদের ভোটদান করা উচিত। এটি আমাদের মতামত প্রকাশের একটি সরাসরি উপায়, যা সুষ্ঠু প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করে। যদিও আজকাল ভোট দানে বাঁধা, ভোটার তালিকা থেকে বিরোধী ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এই রকম অভিযোগ হামেশায় শোনা যায়। যা গণতন্ত্রের জন্য অন্তত বিপদজনক।

তবুও ভোটদানই যথেষ্ট নয়। নাগরিকদের উচিত সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন থাকা, এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার ও

প্রতিষ্ঠানের উপর নজরদারি করা এবং প্রয়োজনে সমালোচনা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের নীতি ভুল বা অন্যায় হলে, নাগরিকদের আওয়াজ তোলা এবং প্রতিবাদ করা গণতন্ত্রের সুস্থতার জন্য অপরিহার্য।

আইনের শাসন ও শৃঙ্খলা

গণতন্ত্রের আরেকটি প্রধান দিক হল আইনের শাসন। নাগরিকদের দায়িত্ব হল আইন মেনে চলা এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। আইনের শাসন মেনে চলা যেমন নাগরিকদের কর্তব্য, তেমনি যদি কোনো সরকার বা প্রতিষ্ঠান সংবিধানের বিরুদ্ধে কাজ করে, তবে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। উদাহরণ স্বরূপ বুলডোজার রাজ, মব লিঞ্চিং, সাম্প্রদায়িক ভাষণ ইত্যাদি।

সমাজের সার্বিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ

গণতন্ত্র শুধুমাত্র ভোটদান বা আইনের শাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, অর্থ নৈতিক বৈষম্য দূরীভূত করা একটি গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান কাজ। আমাদের দেশ এর ঠিক উল্টো পথে হাঁটছে। এর ফলে সামাজিক ন্যায় যেমন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন না তেমনি অর্থনৈতিক বৈষম্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাগরিক শুধু রাষ্ট্রের কাছে সুযোগ নিবে তা নয়, দেশের সার্বভৌম ও অখন্ডতা রক্ষা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন না করে কেবল অধিকার ভোগ করা গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতা রক্ষা

গণতন্ত্রের সুষ্ঠু কার্যক্রমের জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতা অপরিহার্য। আদালত, নির্বাচন কমিশন, এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলোর ওপর রাজনৈতিক চাপ বা হস্তক্ষেপ গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। নাগরিকদের দায়িত্ব হল এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা এবং যদি কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি ঘটে, তবে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। ইদানীং কেন্দ্রীয় সংস্থা ও আদালতের উপর একপেশে কাজের অভিযোগ উঠছে, যা গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে। এই ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং গণতান্ত্রিক নীতির পক্ষে দাঁড়ানো আমাদের সবার কর্তব্য।

গণতন্ত্রের মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল জনগণের অংশগ্রহণ। যদি নাগরিকেরা তাদের দায়িত্ব পালন না করে, তবে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়বে। আমাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, আমরা কি নাগরিক হিসেবে বাঁচব নাকি শাসকের প্রজা হয়ে বেঁচে থাকব? গণতন্ত্র রক্ষা করার মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা এবং ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রয়োজনে গণ আন্দোলন সংগঠিত করাও নাগরিকদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা শুধু ইমারত নির্মাণ নয়, তার দেখা শুনা করা, প্রয়োজনে মেরামত করা নাগরিক ও সরকারের দায়িত্ব। সুতরাং, প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের দায়িত্ব হল গণতন্ত্রের সুরক্ষা করা, এই মূল্যবান উত্তরাধিকারকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা এবং গণতান্ত্রিক নীতির পক্ষে সোচ্চার থাকা। গণতন্ত্র কেবল একটি শাসনব্যবস্থা নয়, এটি আমাদের অধিকার, কর্তব্য ও স্বাধীনতার প্রতীক, যা রক্ষা করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

প্রথম নজর

ঝাটুলাল হাইস্কুলে আরজি কর নিয়ে প্রশ্নপত্র ঘিরে বিতর্ক

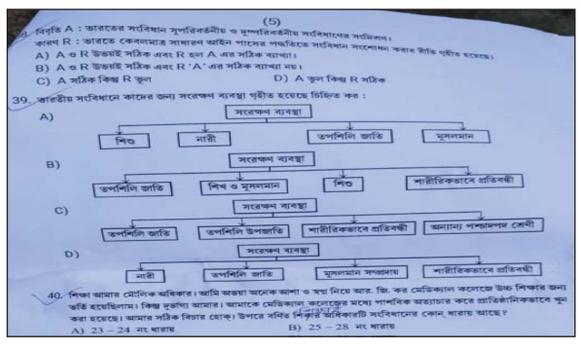

নিজস্ব প্রতিবেদক ● এগরা

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার স্কুলের পরীক্ষার প্রশ্নে উদাহরণ হিসেবে উঠে এল রাজ্যের ডাক্তারি পড়ুয়ার অভয়ার বিষয়। যাকে ঘিরে দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। এগরার ঝাটুলাল হাইস্কুলের প্রশ্নপত্র ঘিরে বিতর্ক তৈরি হল। আরজি কর কান্ড রাজ্যের সাম্প্রতিক জ্বলন্ত ইস্যু বিরোধীদের কাছে। যা নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের পাশাপাশি শাসকদল তৃণমূল ও চরম বিপাকে পড়েছে কিছুটা। আর এই সবের মধ্যেই এগরা ঝাটুলাল হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর ক্লাস সেমিস্টার চলছে। সোমবার ছিল রাষ্ট্র বিজ্ঞান পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র ৫ নম্বর পেজের ৪০ নম্বর প্রশ্ন ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়।

এই প্রশ্নে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে পাচ্ছেন এগরার তৃণমূল বিধায়ক তরুণ মাইতি। তিনি বলেন, শিক্ষার অধিকার কি শুধুই এই অভয়া কান্ড? আমরা এই বিষয়ে পূর্ন সহমর্মিতা দেখাচ্ছি। সামাজিক বিষয়কে একটা উদাহরণ তুলে ধরা ঠিক নয়। এমন প্রশ্নে রাজনীতির গন্ধ রয়েছে। 'কাঁথি জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্র শেখর মন্ডল বলেন, এটা শিক্ষার অধিকার বোঝাতে গিয়েই এই জলন্ত ইস্যু তুলে ধরেছেন শিক্ষক মশাই। আমি উনাকে সাধুবাদ জানাই। ' যদিও দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক দেবাশীষ জানা বলেন, 'কি প্রশ্ন হয়েছে জানি না। আমি শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্কুলে যেতে পারিনি। স্কুলে গিয়ে খোঁজ নিয়ে বলতে পারবো। 'এদিনের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়ে পরীক্ষায় শেষ প্রশ্নে আরজিকর প্রসঙ্গ টেনে শিক্ষার অধিকার সংবিধানের কোন ধারায় অন্তর্ভুক্ত সেই প্রশ্ন এসেছে। আর আরজিকর নামটি ও সেখানে ঘটে যাওয়া পাশবিক অত্যাচার ও খুনের বিষয়টি প্রশ্ন পত্রে ছাপা হতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানো□র।

ডেপুটেশনের শিক্ষক তুলে নিতেই বন্ধের মুখে জুনিয়ার হাইস্কুল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শিক্ষকের অভাবে দফায় দফায় দুবার বন্ধ হয়েছে স্কুল, ফের ডেপুটেশনে থাকা শিক্ষক তুলে নেওয়ায় বন্ধের মুখে জুনিয়ার হাইস্কুল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়ে করুণ মুখে পড়ুয়াদের মুখে "যেতে নাহি দিব"।

২০১৩ - ১৪ সালে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনোদিনই স্থায়ী শিক্ষক মেলেনি। জোড়াতালি দিয়ে চালানো স্কুল বিভিন্ন সময়ে দু'বার বন্ধ হয়েছে শিক্ষকের অভাবে। ফের দুই শিক্ষককে ডেপুটেশন থেকে তুলে নেওয়ায় বন্ধের মুখে বাঁকুড়ার খাগ জুনিয়ার হাইস্কুল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়ে আজ করুণ মুখে আন্দোলনে নামল স্কুলের প্রায় ৯০ জন পড়ুয়া। তাদের মুখে এখন একটাই শ্লোগান "যেতে নাহি দিব"।

বাঁকুড়ার খাগ সহ আশপাশের গ্রামের অবস্থান একেবারে ঘন জঙ্গলের মাঝে। ২০১৩ - ১৪ সালের আগে খাগ সহ আশপাশের গ্রামের কেউ পড়াশোনা করতে চাইলে তাকে প্রায় ৮ থেকে ৯ কিলোমিটার জঙ্গলপথ পাড়ি দিয়ে যেতে হত পাঁচাল হাইস্কুলে। হাতির আনাগোনার সেই রাস্তায় দুর্ঘটনার আশঙ্কার কথা চিন্তা করে খাগ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় খাগ জুনিয়ার হাইস্কুল। কিন্তু স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেই তো আর হবে না। স্কুলটি কোনোদিনই পায়নি স্থায়ী শিক্ষক। ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত স্কুল চালানো হয় অবসরপ্রাপ্ত দুই অতিথি শিক্ষক দিয়ে। ২০১৮ সালে ওই শিক্ষকদের কাজের মেয়াদ শেষ হলে ২০১৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে স্কুল। ফের ২০১৯ সালে স্থানীয় পাঁচাল হাইস্কুল থেকে ২ জন শিক্ষককে খাগ জুনিয়ার হাইস্কুলে ডেপুটেশনে পাঠিয়ে স্কুল চালু করে শিক্ষা দফতর।

২০২১ সালে তাঁদের ডেপুটেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ফের বন্ধ হয়ে যায় স্কুলটি। ২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকার পর ২০২৩ সালে ফের ৩ জন শিক্ষককে ডেপুটেশনে পাঠিয়ে আবার স্কুলটি চালু করা হয়। তাঁদের মধ্যে ২ শিক্ষকের ডেপুটেশনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আজই। ফলে আগামীকাল থেকে নিজের নিজের স্কুলে ফিরে যাবেন দুই শিক্ষক মলয় ঘাটি ও শান্তনু সিংহ মহাপাত্র। আপাতত স্কুলে ডেপুটেশনে একমাত্র থাকছেন সুদিন মন্ডল। কিন্তু ওই একজন শিক্ষক দিয়ে স্কুলের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৯০ জন পড়ুয়ার কীভাবে পঠন পাঠন সম্ভব তা বুঝে উঠতে পারছেন না অভিভাবকরা। তবে কী আবার বন্ধ হয়ে যাবে স্কুলের পঠন পাঠন? ফের ছিনিমিনি খেলা হবে স্কুলের ৯০ জন পড়ুয়ার অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে? সেই আশঙ্কাগুলিকে সঙ্গী করে আজ দুরুদুরু বুকে স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক চাই, আমরা পড়তে চাই পোস্টার লিখে স্কুলে এলো পড়ুয়ারা। একরাশ আশঙ্কা নিয়ে পড়ুয়াদের আন্দোলনে যোগ দিলেন অভিভাবকরাও। একরাশ মন খারাপকে সঙ্গী করে শিক্ষকদের দাবী এভাবে স্কুলটি শিক্ষকহীন হয়ে পড়লে এলাকায় ফের হু হু করে বাড়বে স্কুলছুটের সংখ্যা। পড়ুয়া, অভিভাবক ও শিক্ষকদের এই কাতর আর্তি কী পৌঁছাবে শিক্ষা দফতরের কর্তাদের কানে?

অবশেষে নসিপুর রেলব্রিজ হয়ে চলবে যাত্রীবাহী ট্রেন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু হতে চলেছে নসিপুর রেলব্রিজের উপর দিয়ে। মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর স্বপ্ন পূরণের একধাপ।

দীর্ঘ আন্দোলনের পর ২০০১ সালের ২১শে জুলাই তৎকালীন সময়ের রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগীরথী নদীর উপর নসিপুর রেলব্রিজ নির্মানের অনুমোদন দেন। ২০০৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর কাজের শিলান্যাস করেন রেলমন্ত্রীর লালু প্রসাদ যাদব। ২০১০ সালে ব্রিজের কাজ শেষ হলেও জমি-জটে থমকে যায় বাকি কাজ। শেষ পর্যন্ত ২০২২ সালের ৩০ শে নভেম্বর আবারো শুরু হয় বাকি অংশের কাজ। কাজ শেষে এবছর ২রা মার্চ কৃষ্ণনগর থেকে নসিপুর রেল ব্রিজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে উদ্বোধনের পর মালগাড়ি চলাচল করলেও যাত্রীবাহী ট্রেন কবে চলবে সে প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল মানুষের মনে। অবশেষে যাত্রীবাহী ট্রেনের ঘোষণা করলো রেল। সোমবার দুপুরে রেলমন্ত্রী শিয়ালদহ থেকে আগামী ২রা অক্টোবর নতুন ট্রেনের উদ্বোধন করবেন, সেই কথা ছড়িয়ে পড়ে। আর তাতেই জেলা বাসি তো বটেই রাজ্যজুড়ে খুশির হাওয়া। পুজোর আগে শিয়ালদহ ডিভিশনের সঙ্গে হাওড়া ডিভিশনের মেলবন্ধনের নতুন রাস্তা খুলে যাওয়ায় খুশি সকলেই। এ বিষয়ে মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রফিক হোসেন বলেন, 'খান সাহেবের দীর্ঘদিনের আন্দোলন আজ সফল হয়েছে। যাত্রীবাহী ট্রেন চলায় আমরা ভীষণ আনন্দিত। ' মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ এন্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, 'জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে। আশা করছি এবছর রেকর্ড পরিমাণ পর্যটক উত্তরবঙ্গ থেকে মুর্শিদাবাদে আসবে। পর্যটন ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি বাণিজ্য ক্ষেত্রেও মুর্শিদাবাদ জেলার উন্নতি হবে এবার। আগামী দিনে হয়তো দিল্লিগামী ট্রেন এই পথেই চলবে। '

সোমবার সন্ধ্যায় একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে রেল বোর্ড।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ৪ঠা অক্টোবর থেকে বাণিজ্যিকভাবে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু করবে পূর্ব রেল। প্রাথমিকভাবে দু'জোড়া আজিমগঞ্জ থেকে কাশিমবাজার পর্যন্ত মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং একজোড়া আজিমগঞ্জ থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানো হবে। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ৪ঠা অক্টোবর সকাল ৭ টা ২০ মিনিটে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন আজিমগঞ্জ জংশন থেকে ছেড়ে যাবে। সকাল ৭ টা ৩২ মিনিটে মুর্শিদাবাদ জংশন ছাড়বে এবং কাশিমবাজার পৌঁছাবে সকাল ৭ টা ৪০ মিনিটে। সেই ট্রেনটি কাশিমবাজার ছেড়ে আজিমগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে সকাল ৮ টার সময়। মুর্শিদাবাদ জংশন স্টেশন ছাড়বে সকাল ৮ টা ৮ মিনিটে। আজিমগঞ্জ পৌঁছাবে ৮ টা ২০ মিনিটে।

কাশিমবাজারের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ট্রেনটি রাত্রি ৯ টা ১০ মিনিটে আজিমগঞ্জ জংশন থেকে ছাড়বে। মুর্শিদাবাদ জংশন থেকে ছাড়বে ৯ টা ২২ মিনিটে, কাশিমবাজার পৌঁছাবে রাত্রি ৯ টা ৩০ মিনিটে। কাশিমবাজার থেকে আজিমগঞ্জ এর উদ্দেশ্যে সেই ট্রেনটি রওনা হবে রাত্রি ৯ টা ৪৫ মিনিটে। মুর্শিদাবাদ জংশন ছাড়বে ৯ টা ৫৩ মিনিটে, আজিমগঞ্জ জংশন পৌঁছাবে রাত্রি ১০ টা ৫ মিনিটে।

আজিমগঞ্জ থেকে কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে যে ট্রেনটি চলবে সেটি আজিমগঞ্জ জংশন থেকে ছাড়বে বিকেল ৪ টে ৫ মিনিটে। মুর্শিদাবাদ জংশন ছাড়বে ৪ টে ১৬ মিনিটে, বহরমপুর কোর্ট স্টেশন ছাড়বে ৪ টে ৩৪ মিনিটে। ট্রেনটি কৃষ্ণনগর সিটি জংশন পৌঁছাবে সন্ধ্যা ৬ টা ২৫ মিনিটে। কৃষ্ণনগর থেকে আজিমগঞ্জ এর উদ্দেশ্যে ট্রেনটি ছাড়বে সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিটে। বহরমপুর ছাড়বে রাত ৯ টা ২২ মিনিটে, মুর্শিদাবাদ জংশন ছাড়বে ৯ টা ৪১ মিনিটে। ট্রেনটি আজিমগঞ্জ জংশন পৌঁছাবে রাত্রি ৯ টা ৫৫ মিনিটে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

'দিদির সাথে' স্লোগান তুলে মানববন্ধন

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: আমার হাত তোমার হাতে আমরা সবাই দিদির সাথে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্লোগান নিয়ে মানববন্ধনের ডাক দিয়েছিল আর সেই মতো তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি বিধানসভা তে এই মানববন্ধন হয় পশ্চিম গোপালনগর থেকে রামকৃষ্ণপুর পর্যন্ত প্রায় দু কিলোমিটার ধরে কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কুলপির বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সুপ্রিয় হালদার কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি শামসুল আলমের সহ তৃণমূল মহিলা সংগঠনের নেতৃত্বরা। পাশাপাশি এই মানববন্ধনের কর্মসূচি পালন করেন মন্দিরবাজার রায়দিঘী বিধানসভা এলাকায় যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেতৃত্বরা এই কর্মসূচি পালন করে, রায়দিঘি মন্দির বাজার গঙ্গাসাগর সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা হাতে হাত দিয়ে মানববন্ধনের কর্মসূচি পালন করেন।

বর্ধমান মহিলা আই আইটিতে জব ফেয়ার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রোজগার সেবা পোর্টালের মাধ্যমে বর্ধমান গভর্নমেন্ট আইআইটিআই, যা মহিলা আইটিআই নামে পরিচিত, অনুষ্ঠিত হলো জব ফেয়ার। এই ফেয়ারে অংশগ্রহণকারীরা রোজগার সেবা পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করেছিলেন এবং মোট ছটি কোম্পানি এতে অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষার পর যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। ছয়টি অংশগ্রহণকারী কোম্পানি হলো ক্রিয়েটিভ ইঞ্জিনিয়ার, লিমার এন্টারপ্রাইজ, হেডস গার্মেন্টস, দিন দয়াল টেক্স প্রো, উন্নাঠি এইচআর সলিউশন এবং কৃষক ইন্ডাস্ট্রিজ। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ফেয়ারের ব্যবস্থাপনা করা হয়, যেখানে প্রায় আড়াইশো জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেকেই তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে যেকোনো কোম্পানির পরীক্ষায় বসার সুযোগ পায়। জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়, যাদের চাকরির প্রয়োজন, তারা রোজগার সেবা পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা এই জব ফেয়ারে অংশগ্রহণ করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং অনেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। পরীক্ষা দিয়ে সরাসরি চাকরি পাওয়ার সুযোগ পেয়ে সবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

মিড ডে মিলের চাল চুরির অভিযোগ মল্লারপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের মল্লারপুর নবারুণ প্রাথমিক বিদ্যালয় মিড ডে মিলের চাল চুরির অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে স্কুল চত্বর। জানা যায় যে,ওই স্কুলেরই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মামনি দত্তের বিরুদ্ধেই চাল চুরির অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ জনসমক্ষে আসতেই ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক সহ এলাকাবাসী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরব হয়ে ওঠেন। উক্ত স্কুলের শিক্ষক নাজিম হোসেনের নজরে বিষয়টি আসতেই তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

তারপর তার বিরুদ্ধে একটি লিখিত আবেদন জমা দেওয়া হয় এসআই অফিসে। সেই প্রেক্ষিতেই নাকি ঐ শিক্ষককে অন্য স্কুলে সরিয়ে দেওয়া হয়। অপর এক শিক্ষক স্বপন মন্ডল পরবর্তীতে ফের তার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেন। তাকেও পূর্বতন শিক্ষকের ন্যায় বদলি নিয়ে চলে যেতে হয় অন্য স্কুলে। পর পর এরূপ ঘটনার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে অভিভাবকেরা। সোমবার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক ও এলাকাবাসীরা মিলিত ভাবে শিক্ষিকা মামনি দত্ত এখান থেকে বদলি করা হয় এবং পূর্বতন শিক্ষক স্বপন মন্ডল কে পুনরায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে মল্লারপুর এসআই অফিসে একটি লিখিত আবেদন জমা দেন এবং স্কুলের সদর দরজায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি স্বপন স্যার খুবই ভালো ছিলেন। তিনি আমাদের খুবই ভালোবাসতেন আমাদের সমস্ত কথাই শুনতেন। স্বপন স্যারকে অন্য স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হল কেন জবাব চাই। তাকে পুনরায় এই স্কুলে আনতে হবে। তাকে এই স্কুলে আনা না হলে আমরা কোনরকম ভাবে কোন ক্লাসই করবো না। এভাবেই তারা স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অপর্ণা চ্যাটার্জির দাবি প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মামনি দত্তের বিরুদ্ধে মধ্যান্যকালীন আহারের চালের অর্থ তছরুপের ঘটনাটি বিশেষভাবে জনসম্মুখে আশায় তিনি উক্ত চালের অর্থ কোনো রকম আত্মসাৎ করতে না পারলে আমাকে গত ২৪/০৬/২০২৪ তারিখে ডিলারের কাছে মজুদ ৫ কুইন্টাল ৩৪ কেজি চালের আনুমানিক ১০৬৮০ টাকা নিয়ে এসে অফিসের মধ্যে সহকারী শিক্ষিকা উমা ব্যানার্জি উপস্থিতিতে হস্তান্তর করেন। বিদ্যালয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দেন। আর উক্ত বেআইনি অর্থ তখন থেকেই বিদ্যালয়ের আলমারির লকারে গচ্ছিত অবস্থায় রাখা আছে বলে জানান।

রাতের আঁধারে বোলপুরে স্কুল থেকে চুরি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রাতের অন্ধকারে স্কুলে চুরি,চুরি গেলো প্রায় ৮০ হাজার টাকা, পাশাপাশি চোরের দল স্কুল থেকে খুলে নিয়ে গেলো সিসিটিভির হার্ডডিস্ক।

বোলপুর থানার অন্তর্গত বাহিরী পাঁচশোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহিরী গ্রামে বাহিরী ব্রজসুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়ে রবিবার গভীর রাতে স্কুলের গেটের তালা ভেঙে অফিস রুমে ঢুকে চোরের দল প্রায় ৮০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় সোমবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার স্কুলের গেট খুলতে এসে দেখে স্কুলের অফিস রুমের আলমারি খোলা রয়েছে। এই আলমারিতেই রাখা ছিল টাকা। পাশাপাশি প্রমান লোপাটের জন্য স্কুলের সিসিটিভির হার্ডডিস্ক খুলে নেয় চোরের দল এমনটাই অভিযোগ। ইতিমধ্যেই বোলপুর থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে । সমগ্র ঘটনা খতিয়ে দেখছেন বোলপুর থানার পুলিশ। পুলিশ মনে করছেন স্কুলের কেউ এই ঘটনায় সাহায্য করতে পারে কি না। তবে পুলিশ এই চুরির ঘটনা তদন্ত শুরু করছে।

সাইবার সুরক্ষা দিতে পড়ুয়াদের জন্য শিবির

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বিষ্ণুপুর

আপনজন: সাইবার-নিরাপত্তা নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করতে এ বার শিবিরের আয়োজন করলো বগডহরা সিদ্দিকীয়া হাই মাদ্রাসা। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সাইবার-অপরাধ এবং সাইবার-জালিয়াতি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে পড়ুয়াদের জন্য ইতিমধ্যেই স্থানীয় থানার সহযোগিতায় সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তবে এটুকুই যথেষ্ট নয়। এ নিয়ে নিয়মিত প্রচারের পাশাপাশি সচেতনতা বাড়াতে শিবিরের আয়োজন করা প্রয়োজন বলেও মনে করছে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। বিষ্ণুপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর আকাশ বাবু বলেন দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, দিনভর স্কুলের পড়াশোনা, গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে যাওয়া এবং পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের চাপ থেকে কিছু ক্ষণের জন্য মুক্তি পেতে মাঠে গিয়ে খেলাধুলো নয়, তারা বেছে নিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াকে। এ ভাবেই ভুয়ো অ্যাকাউন্টের খপ্পরে পড়ছে তারা, এমনকি, ব্ল্যাকমেল পর্যন্ত করা হচ্ছে নবম থেকে দ্বাদশের কিশোর-কিশোরীদের। মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে আত্মহত্যাপ্রবণও হয়ে পড়ছে কেউ কেউ। মাদ্রাসা প্রধান শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম বলেন, ''ভুয়ো অ্যাকাউন্টের পাল্লায় পড়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে বলে শোনা যাচ্ছে। অতিমারির সময় থেকে পড়ুয়াদের মধ্যে এই আসক্তি বেড়েছে। তাই থানার সঙ্গে কথা বলে স্কুলে এই নিয়ে সচেতনতা-শিবির করেছি। শিবিরের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। ''

মাদ্রাসার সহকারী প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী বলেন, '' বিষ্ণুপুর থানার সঙ্গে কথা হয়েছে, সাইবার-সচেতনতা নিয়ে পর পর বেশ কয়েকটি শিবির করব। ''

জলমগ্ন এলাকা ঘুরে দেখলেন তৃণমূল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরুপনগর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরুপনগর ব্লকের চারঘাট এলাকার মোল্লাডাঙ্গা টিপি পাতুয়া সহ একাধিক গ্রামের শুধুমাত্র রাস্তাটুকুই জেগে রয়েছে বাকি সবই জলমগ্ন। এলাকাবাসী রাস্তার উপর তাবু করে রাত কাটাচ্ছেন।

এই সমস্ত দুর্গত মানুষের অসহায় পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে ওই এলাকায় সোমবার বিকালে উপস্থিত হন স্বরুপনগরের বিধায়ক বীনা মন্ডল, সঙ্গে ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইমরান হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন বীনা মন্ডল ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইমরান হোসেনের যৌথ উদ্যোগে চারঘাটের জলমগ্ন এলাকায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে শতাধিক পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী, ত্রিপল, জামা-কাপড় তুলে দেওয়া হয়।

স্বজন হারিয়েও বাঘ বাঁচাতে শপথ বিধবাদের

কাজী হাফিজুল ● সুন্দরবন

আপনজন: সুন্দরবনের বিভিন্ন দিক থেকে আসা প্রায় পাঁচ শতাধিক বাঘ-বিধবা মায়েদের নিয়ে এক মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়। শিবগঞ্চ র চম্পা মহিলা সোসাইটি র প্রেক্ষাগৃহে। এই বাঘ-বিধবা মায়েদের হাতে নতুন শাড়ি, মশারি চাল, ডাল, সোয়াবীন, সরষের তেল, লবণ, হলুদ, লঙ্কা, মুড়ি, বিস্কুট, সাবান দেওয়া হয়। ঝড়খালির সুপর্ণা, লক্ষ্মী, গোসাবার গীতা সরদার, মমতা মণ্ডল বলেন অমল বাবু "সেভ টাইগার এফেক্টেড ফ্যামিলি" নামে যে ছাতা তৈরি করেছেন আমরা সবাই সেই ছাতার তলায় আছি। অমলবাবু আমাদের বেঁচে থাকার সাহস যুগিয়েছেন মনে সাহস দিয়েছেন; এখন আমরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি'। অমলবাবু বলেন 'এই মিলন উৎসবের মধ্য দিয়ে শুধু বাঘ-বিধবা মায়েদের ও মৎস্যজীবী, মৌলদের পরিষেবা নয় সুন্দরবন সম্পর্কে এদেরকে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। বাঘে মানুষে সংঘর্ষ নয় বরং সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনকে রক্ষা করা। বাদাবন, জীব বৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণ রক্ষা করে সুন্দরবনকে বাঁচানোই আমাদের কাজ। বাঘ বাঁচলেই সুন্দরবন বাঁচবে। আর সুন্দরবন বাঁচলে কলকাতা বাঁচবে।

ব্রাইট ফিউচার পাঁশকুড়ায় ত্রাণ বিতরণ করল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পাঁশকুড়া

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ ভারী বর্ষণ এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন থেকে জল ছাড়ার ফলে সৃষ্ট বন্যায় পাঁশকুড়া তে মারাত্মক বন্যা হয়েছে। প্রচুর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সোসাইটি ফর ব্রাইট ফিউচার এর পক্ষ থেকে ভলেন্টিয়ার ওয়াসিম আকরাম সর্দার তার একটা টিম সহ বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন, সার্ভে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের উদ্ধার ও ত্রাণ বিতরণ করতে যান। এসবিএফ-এর ভলেন্টিয়ার রা জানান ওখানে এখনো খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং চিকিৎসা সহায়তা সহ জীবন রক্ষাকারী সহায়তা পৌঁছানো প্রয়োজন। পরবর্তীতে আবার ত্রাণ বিতরণের কথা জানানো হয়।

দুঃস্থদের বস্ত্র বিলি হরিপালে

সেখ আবদুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: সোমবার হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হরিপাল লোকমঞ্চে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা প্রায় ৬০০০ মানুষের হাতে শারদীয়ার নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মিতালী বাগ, জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, হরিপালের বিধায়ক ডা করবী মান্না, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মদনমোহন কোলে ও নিখিল পাত্র, বিডিও হরিপাল পারমিতা ঘোষ প্রমুখ।

প্রথম নজর

“নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি’ সভা রসুলপুরে

আর এ মণ্ডল ● রসুলপুর

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের রসুলপুর লজ-এ ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১২টা-৩০মিনিট পর্যন্ত জামাআতে ইসলামী হিন্দ এর উদ্যোগে স্বাধীনতার মূল্যায়ন বিষয় নিয়ে ,-”নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি,” আলোচনা চক্রটি অনুষ্ঠিত হলো। হাফেজ আব্দুল হাকিম এর কুরআন মজীদ পাঠের মাধ্যমে মহতী সভা শুরু হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জামাআতে ইসলামীর বিভাগীয় সম্পাদক মাওলানা আ.ফ.মুহাম্মাদ খালিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বামী অমলাত্মানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন সোমসার শাখার সম্পাদক। এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক শের আলি, সেখ নজরুল আলম প্রাক্তন ডাবলু বি সি এস অফিসার, সেখ আতাউর রহমান গভ: আই টি আই ইন্দাস এর অধ্যক্ষ, প্রাক্তন অধ্যাপক সৈয়দ কুদরতে কামাল জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া দিল্লি,ডাক্তার শাহনাওয়াজ,প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বীজপুর হাইস্কুল এবং সমাজ সেবী সেখ আজফার হোসেন প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির আয়োজন, ব্যবস্থাপনা ও সঞ্চালনা করেন পাত্রসায়ের কলেজের অধ্যাপক জিয়াউর রহমান ও শিক্ষক রইস উদ্দিন।

কারখানা খোলার দাবি তুলে মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: চেঙ্গাইলের শতাব্দী প্রাচীন ল্যাডলো জুটমিল খোলার দাবীতে এবার পথে নামল উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন। প্রসঙ্গত,গত ২৬ শে সেপ্টেম্বর থেকে হাওড়ার চেঙ্গাইলের ল্যাডলো জুটমিলে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষের কারণ দিয়ে মিল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক অর্থাৎ উৎপাদন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার ফলে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আগে সাত হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন!এর প্রতিবাদে সোমবার বিকেলে উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। এছাড়াও মিছিল শেষে চেঙ্গাইলের ল্যাডলো গেটের সামনে প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়। প্রতিবাদ সভা শেষে উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে।
এদিনের এই ডেপুটেশনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আকবর শেখ,কাউন্সিলর তথা শ্রমিক সংগঠনের নেতা গণেশ চক্রবর্তী,তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের হাওড়া গ্রামীন জেলার সভাপতি জুবের আলম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গ্রামে গ্রামে বিক্রি হচ্ছে সরকারি ত্রাণের ত্রিপল, হাজার টাকা জোড়া!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: এবার গ্রামে গ্রামে বিক্রি হচ্ছে সরকারি ত্রাণের ত্রিপল হাজার টাকা জোড়া হিসেবে দাম রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিশ্ব বাংলা ছবি সহ গ্রামে বিক্রি হচ্ছে প্রাণের ত্রিপল মানিকচক ও ভূতনি এলাকায় অসহায় অবস্থায় রয়েছে বহু মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে মানুষ সেই পরিস্থিতিতে বিক্রি হচ্ছে রাজ্য সরকারের বিশ্ব বাংলা ছবি দেওয়া ত্রিপল। এমনই চিত্র দেখা গেল মালদাহের বৈষ্ণবনগর থানার বাখরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় ভরিয়া গ্রামে। সরকারি ত্রাণের ত্রিপল বিক্রেতা কে আটকে রেখে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের এবং বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন মালদার মানিকচক ভূতনি এলাকায় যেসব বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলি দুই থেকে তিনটি ত্রিপল পেয়েছেন তাদের সেই ত্রিপল বেশি হয়, তারা বিক্রি করে দেয় তাদেরই কাছ থেকে কিনে এনে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করছি। চারিদিকে শুরু হয়েছে বর্ষা আর বর্ষা শুরু হতেই মালদার একাধিক অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত আর সেই সময় বিক্রি হচ্ছে ত্রাণের ত্রিপল তাকেই ঘিরে ধুমধুমর কান্ড দেখুন সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি আমাদের সংবাদ মাধ্যম।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ এবার বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ। ঘটনা কে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে রোগীর পরিবারে লোকেরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ঘটনা। জানা গিয়েছে, মৃত ওই রোগীর নাম দুলাল সরকার (৫৪)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত কালিকাপুর এলাকায়। গত শনিবার তাকে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করে তাঁর পরিবারের লোকেরা। রক্তাল্পতা জনিত সমস্যা নিয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তি ছিলেন তিনি। অবশেষে এদিন দুপুরে মৃত্যু হয় দুলাল সরকারের। এদিকে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে এদিন রোগীর পরিবারের লোকেরা বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বালুরঘাট থানার আইসি’র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরবর্তীতে পুলিশি হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয়ে পরিস্থিতি। এ বিষয়ে মৃত দুলাল সরকারের স্ত্রী জানান, ‘সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে আমার স্বামী মারা গিয়েছে। আমি চাই আমার সাথে যা হয়েছে এরকম যেন আর কারো সাথে না হয়। সেই কারণে আমরা এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে চলেছি।’ এ বিষয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ জানান, ‘কোন লিখিত অভিযোগ পাইনি। তবে মেডিসিন বিভাগের এই ঘটনাটি শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত কমিটি গঠন করে যথাযথ ভাবে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ’

সিভিকের বিরুদ্ধে মাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় মাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে! গ্রেপ্তার সিভিক ভলেন্টিয়ার। মাকে কুপিয়ে খুন করল ছেলে ঘটনায় চাঞ্চল্য, ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মাকে খুন করল ছেলে। ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি নদীয়ার ভীমপুর থানা এলাকার। পুলিশ সূত্রে খবর, সুকান্ত বিশ্বাস নামে এক যুবক তার মাকে হত্যা করে। যুবকের বয়স ৩২ বছর। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত যুবক ভীমপুর থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার। কয়েক বছর ধরে মানসিক সমস্যা থাকার কারণে তাকে সিভিক ভলেন্টিয়ার এর কাজ থেকে অব্যাহতি দেয় পুলিশ। রবিবার রাতে তার মাকে নৃশংসভাবে খুন করে সে। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মানসিক সমস্যার কারণেই ওই যুবক এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ঘটনা জানার পরই ভীমপুর থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠায় ময়না তদন্তের জন্য। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ডি এস পি শিল্পী পাল সহ পুলিশের উচ্চপদস্ত অধিকারিকরা। সোমবার সকালে অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার সুকান্ত বিশ্বাস’কে গ্রেপ্তার করে ভীমপুর থানার পুলিশ এবং তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দেন। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিত কুমার জানান,কয়েক বছর ধরে মানসিক সমস্যা থাকার কারণে তাকে সিভিকের কাজ থেকে অব্যাহতি দেয় হয়। ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ।

নৌকা করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিলেন মন্ত্রী তজমুল

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ফুলহার নদীতে বাড়ছে জল। তাই নদী তীরবর্তী গ্রাম গুলোর মধ্যে ঢুকেছে জল,জলবন্ধি হয়ে রয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। তাই সেই বন্যা কবলিত এলাকায় নৌকা করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন,সাথে ছিলেন হরিশচন্দ্রপুর ২ ব্লকের বিডিও তাপস কুমার পাল, হরিশচন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রতিনিধি মহ: মনিরুল আলম,কুমেদপুর ফাঁড়ির ওসি কাজল ব্যানার্জি সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জন প্রতিনিধিগণ। উত্তরবঙ্গে লাগাতার বৃষ্টির ফলে জল বাড়তে শুরু করেছে বিভিন্ন নদীতে। পাশাপাশি জল বেড়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লকের ফুলাহার নদীতেও।
তাই নদী তীরবর্তী গ্রাম গুলোতে রবিবার নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম গুলো ও ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রশিদ পুর,উত্তর ভাকুরিয়া,দক্ষিণ ভাকুরিয়া, কাউয়াডোল,তাতিপাড়া সহ একধিক এলাকা গুলো পরিদর্শন করেন হরিশচন্দ্রপুর এর বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন ও বিডিও তাপস কুমার পাল। সোমবার বন্যা কবলিত ২৫০ টি পরিবারের হাতে পলিথিন,চাল, চিড়ে,গুর ও কিছু বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় বলে ব্লক প্রসাশন সূত্রে খবর। বন্যায় কবলিত উত্তর ভাকুরিয়া বাসিন্দা গৌরী মন্ডল বলেন,জল বাড়তেই আছে। আমরা খুব আতঙ্কিতে আছি। প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে যেতেও পারছি না। আজকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হলো। প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন,আজকে আমরা নদী তীরবর্তী ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ভাকুড়িয়া দক্ষিণ ভাকুড়িয়া, কাউয়াডোল, রশিদপুর, মিরাপাড়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে এসেছিলাম। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নৌকাতে করে ত্রাণ সামগ্রী বাড়ি বাড়ি পৌছে দিলাম। অমরা আজকে প্রায় ২৫০ জন মানুষকে দিলাম। আর আমাদের প্রধান ও মেম্বাররা তারাও দিয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকার মানুষদের জন্য তৎপর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কেন্দ্র সরকার আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে দক্ষিণবঙ্গের সাতটি জেলায় জল ছেড়ে দিয়েছে, যার জন্য এখন জলে ভাসছে বেশ কয়েকটি জেলা। কেন্দ্র সরকার আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সবসময় বঞ্চনা করে রাখছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তর তৎপর রয়েছে।

হাড়োয়ায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে সম্মান জানাতে ৩০ সেপ্টেম্বর সোমবার বসিরহাট মহাকুমার অন্তর্গত বসিরহাট সাংগঠনিক মহিলা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হাড়োয়া -২ সহযোগিতায় হাড়োয়া টেম্পু স্টান্ডে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সংগঠনও কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।
পাশাপাশি একত্রে সারা রাজ্যে মোট ১৭৫ কিলোমিটার মানববন্ধন হয় বলে জানা গিয়েছে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফ থেকে। এই মানববন্ধন থেকে দলনেত্রী প্রথম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়। বসিরহাট সাংগঠনিক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী অর্চনা মৃধার নেতৃত্বে এই মানববন্ধনের মূল স্লোগান–‘আমার হাত তোমার হাতে, আমরা সবাই দিদির সাথে। রাজ্যে এখন মেয়েদের জন্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী থেকে শুরু করে মহিলা উদ্যোগপতি-র মতো মোট সাতটি প্রকল্প রয়েছে। তৃণমূলের মহিলা শাখা এই মানববন্ধনের যে প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ করেছে সেখানে এই সাতটি প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। এদিন মহিলা নেত্রী অর্চনা মৃধা বলেন,“বাংলায় নারী ক্ষমতায়নে মুখ্যমন্ত্রী অনবদ্য ভূমিকা নিয়েছেন।
তাঁর সেই ভুমিকার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা মানববন্ধন কর্মসূচি করব, দূর দূরান্ত থেকে বহু তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলারা উপস্থিত ছিলেন”।
হাড়োয়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা বলেন, আজ দুপুর তিনটা থেকে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বহু মহিলারা একদিন উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করেছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে মহিলাদের প্রতি যে উন্নয়ন সেই নিয়েই মানববন্ধন হয়েছে।

সচেতনতা শিবির পুলিশের উদ্যোগে

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও গলসি থানার সহযোগিতায় কুলগড়িয়া গার্লস হাই মাদ্রাসায় একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে “সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ,” হেলমেট ও সিট বেল্ট পরার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম, ট্রাফিক নিয়ম ও সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে স্কুলের ছাত্রীদের সচেতন করা হয়। পুলিশ আধিকারিকরা ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন করেন এবং তাদের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে উৎসাহিত করেন। থানার ওসি নম্বর দিয়ে যে কোন সমস্যায় ফোন করার আবেদন জানান পুলিশ আধিকারিকরা। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা খান্ডেকার কিসমাতারা জানান, শিবির থেকে স্কুলের পড়ুয়ারা বেশ লাভবান হবেন এবং পুলিশের উপস্থিতিতে তারা খুশি হয়েছেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ক্রাইম সুরজিৎ মন্ডল, সি.আই শৈলেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, গলসি থানার ওসি অরুন কুমার সোম, মেজ বাবু উত্তল সামন্ত, শিক্ষিকা ও শতাধিক ছাত্রীরা।

দুর্গতদের পাশে দাঁড়াল ‘জমিয়ে আড্ডা’

সন্ন্যাসী কাউরী ● ডেবরা

আপনজন: উৎসবের মুখে হাসি নেই মানুষের। বারো দিন ধরে জল যন্ত্রনায় ভুগছেন ডেবরা ব্লকের দুটি অঞ্চলের মানুষ। মুখে একটু হাসি ফোটাতে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন ফেসবুক বন্ধুদের নিয়ে গঠিত টিম ‘জমিয়ে আড্ডা’ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সংকল্প। রবিবার সকাল থেকেই ডেবরা ব্লকের ৮ নম্বর গোলগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন প্লাবিত এলাকায় দুর্গত মানুষদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন জমিয়ে আড্ডা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সংকল্প র সদস্যরা। এদিন ডেবরা ব্লকের খাজুরি, বিহারীচক, চকপ্রাণনাথ, চকপলমল গ্রামের বানভাসি অসহায় দুর্গত মানুষদের হাতে পানীয় জল, শুকনো খাবার, ব্লিচিং পাউডার, বেবি ফুড, ওষুধ ইত্যাদি ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন। সেইসঙ্গে বানভাসি মানুষদের হাতে কিছু পোশাক তুলে দেন তাঁরা। কয়েক বছর আগে শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে গড়ে ওঠে ‘জমিয়ে আড্ডা’ নামে একটি ফেসবুক টিম। তারপর থেকেই সামাজিক কাজ করে আসছে তারা।

ত্রাণ বিতরণে মানবতার ফেরিওয়ালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: টানা বৃষ্টি এবং জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে প্লাবিত হয়েছে হুগলি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ সবথেকে বেশি ডেবরা ব্লকে। এখনো জলের তলায় রয়েছে কয়েকশ বাড়ি। অসহায় হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এলেন স্বেচ্ছাসেবী মানব সংগঠন মানবতার ফেরিওয়ালা ফাউন্ডেশন। শনিবার দুপুরে মোস্তফা পুর গ্রাম এলাকার দুর্গত পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন তিনারা। এদিন বৃষ্টি মাথায় করে দুর্গত মানুষদের হাতে জল, শুকনো খাবার, চাল, ডাল, আলু, চানাচুর, তেল, বিস্কুট,চিড়া, ছোলার প্যাকেট তুলে দেন। এদিন তিনারা ভরতপুর, কাঁটালিয়া, মলিঘাটি, বিভিন্ন এলাকায় এক হাজারেরও বেশি বন্যা দুর্গত পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন। হুগলি জেলায় বন্যায় সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে মোস্তফা পুর গ্রাম কৃষি নির্ভর আমতা ব্লকের খাজুরী, চকপ্রয়াগ, চকপ্রাননাথ, দামোদরপুর, জোতনারায়ণ, ত্রিলোচনপুর প্রভৃতি গ্রাম।

ক্লাস বন্ধ করে শিক্ষকদের পিকনিক

সারিউল ইসলাম ● , মুর্শিদাবাদ

আপনজন: স্কুলের পঠন-পাঠন বন্ধ করে চলছিল ফেয়ারওয়েলের পিকনিক। এই অভিযোগে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখালো অভিভাবকরা। সোমবার দুপুরে মুর্শিদাবাদ থানার গুধিয়া কাঁকসা এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, কাঁকসা রাহিমিয়া হাই মাদ্রাসার এক শিক্ষিকা ১৪ বছর পর বিদ্যালয় থেকে বদলি হচ্ছেন। তাই ফেয়ারওয়েল পিকনিক করছে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। স্কুলের পঠন-পাঠন বন্ধ করে ফেয়ারওয়েল এর পিকনিক করার অভিযোগ তুলে এদিন দুপুরে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবকরা। যদিও প্রধান শিক্ষক মহমদুল্লাহ দাবি করেন, বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন বন্ধ রাখা হয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সম্পাদক হাদিকুল ইসলাম।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বেলুড় মঠের আদলে মণ্ডপ চুনাখালিতে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: প্রত্যন্ত সুন্দরবন। জল জঙ্গলে ঘেরা। বাসন্তীর চুনাখালী গ্রাম। গ্রামের মধ্য দিয়ে অনবরত বয়ে চলেছে হানা নদী। জোয়ারের জলে পরিপুষ্ট। সেই নদীর তীরবর্তী এলাকায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বেলুড় মঠের আদলে তৈরী হচ্ছে দুর্গা পুজোর মন্ডপ। চুনাখালী সার্বজনীন দুর্গোৎসব ৭৮ তম বর্ষে পদার্পণ করলে। পুজোর বিশেষ আকর্ষণ ঢাকের তালে হানা নদীতে নব পত্রিকা স্নান। মহাপঞ্চমীর শুভলগ্নে চুনাখালী সার্বজনীন দুর্গোৎসব এর বেলুড় মঠ মন্ডপ এর সূচনা করবেন স্বামী সমাজসেবী বাপ্পাদিত্য নস্কর। উপস্থিত থাকবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী। বিশিষ্ট অতিথি পদ অলঙ্কৃত করবেন বেলুড় মঠের মহারাজ ব্রজেসানন্দজী।

বন্যার জল পার হতে গিয়ে ডোঙা উল্টে মৃত্যু

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বন্যার জল পার হতে গিয়ে ডোঙা উল্টে মৃত্যু এক ব্যক্তির সেই ঘটনাকে ঘিরে ভূতনি এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। জানা গিয়েছে এদিন ভুতনি এলাকায় ডোঙা নিয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে টিনের ডোঙা করে দোকানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন বন্যার জল দিয়ে পুলিনটোলা ঢাপ নামে এলাকায় দিয়ে। সেখানেই ডোঙা জলের মধ্যে উল্টে যায়। স্থানীয় এক ব্যক্তির সেই মুহূর্তে দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি নৌকা নিয়ে গিয়ে কোন রকম ভাবে ছোট ছোট শিশুকে উদ্ধার করের নৌকায় তুলেন। কিন্তু ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পারেনি। তড়িঘড়ি এলাকাবাসীর খবর দিলে এলাকাবাসী সহ প্রশাসের বিপর্যয় মোকাবিলা স্পিড বোর্ড নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। পরে তা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচকের ভূতনি পুলিনটোলা এলাকায়। মর্মান্তিক মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন পরিবারের লোকজন। মৃত ব্যক্তির নাম জিতেন মন্ডল(৩১)। বাড়ি ভুতনীর শ্যামসুন্দর টোলা এলাকায়। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, সোমবার সকাল নাগাদ জিতেন তার দুই সন্তানকে নিয়ে টিনের ডোঙা করে দোকানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন পুলিনটোলা ঢাপ দিয়ে। সেখানেই ডোঙা জলের মধ্যে উল্টে যায় বলে খবর। ঘটনাটি স্থানীয় এক ব্যক্তির নজরে আসতেই তড়িঘড়ি নৌকা নিয়ে গিয়ে ছোট ছোট শিশুকে উদ্ধার করা হয়। জিতেন জলের তোরে তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনা স্থলে ছুটে যান ভুতনি থানার পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। যতক্ষণের প্রচেষ্টায় জিতেনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে এবং হাসপাতালে পাঠায় মানিকচক থানার পুলিশ। বাড়ি একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকজন।

প্যারেন্টিং ও মোটিভেশনাল সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: শুধু সন্তানের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ করলেই হবে না, বরং জীবনে ভারসাম্যের গুরুত্বও বোঝাতে হবে তাদের। ইতিবাচক লালন-পালন বা পজিটিভ প্যারেন্টিং কী ভাবে করবেন। মা বাবা দের প্রশিক্ষণ দিতে তেলিয়া ইকরা অ্যাকাডেমিতে আয়োজন করা হয়েছিল পজেটিভ প্যারেন্টিং ও মোটিভেশনাল সেমিনার অনুষ্ঠান এ উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা মোটিভেশনাল স্পিকার জনাব আবেদিন হক আদি। উপস্থিত পিতা মাতা দের তিনি ভালো আদর্শ মা বাবা হওয়ার উপর আলোচনা করেন। দেগঙ্গা ব্লক এর প্রত্যন্ত গ্রাম অবস্থিত তেলিয়া ইকরা অ্যকাডেমি আয়োজিত এই সেমিনার মা বাবা দের ভালো আদর্শ পিতামাতা হওয়ার ইচ্ছা শক্তি যেমন যেমন জুগিয়েছে তেমন সন্তান দের উজ্জল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্য স্তির করতে পেরেছে বলে জানান অ্যাকাডেমির মুখ্য পরিচালক মোহাম্মদ মিনাউল ইসলাম।

রোদ্দুর শারদ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

অজিম সেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: রামপুরহাট গুরুকুল কলেজ অডিটোরিয়ামে (শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) রোদ্দুর শারদীয়া সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন ওই কলেজের মহাপরিচালক আতাউর রহমান। নির্ধারিত সময়ে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সোয়া দশটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে সভার শুরু হয়। অতিথি বরণের পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন রোদ্দুর সম্পাদক মিহির পাল। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন তমালি ব্যানার্জি। কথা কবিতা গান অণুগল্প পাঠে অনুষ্ঠান জমে ক্ষীর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য রোকেয়া সম্মান দেয়া হয় জাহানারা রহমান,লাইলুন নাহার, ফিরোজা বেগম।
কাজী নজরুল ও বিদ্যাসাগর সম্মান প্রদান করা হয় বীরভূম প্রান্তিক পত্রিকার সম্পাদক সুনীল সাগর দত্ত,সৃজনী সাহিত্য পত্রিকার ডঃ নীল মাধব নাগ, ডঃ তৈমুর খান, ডঃ চৈতন্য বিশ্বাস প্রমুখ। রোদ্দুর আয়োজিত ছড়া প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আমাদের সাইফুল ইসলাম ভাই। তাঁকেও পুরস্কৃত করা হয়।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ — প্যাকেজ — **১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ**

- মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা
- বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা)
- মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে
- ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

- মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

হাদিয়া

ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ

কাজী ওয়াসিম আকবার
8240569012

আব্দুল ফারাদ
7003187312

সেখ সাইন রহমান
7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ

ফাইনালে ভারতের কাছে হার বাংলাদেশের

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বিপক্ষে সেমিফাইনালে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লিখেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল। ২ গোলে পিছিয়ে পড়েও ২-২ করে শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে জিতে জায়গা করে নেয় ফাইনালে। মহানাটকীয় সেই ম্যাচের পুনরাবৃত্তি অবশ্য আজ ফাইনালে করতে পারেনি কোচ সাইফুল বারীর দল। থিম্পুতে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের কাছে ২-০ গোলে হেরে গেছে বাংলাদেশ। টাইব্রেকারে জয়কে যেহেতু কাগজ-কলমে জয় ধরা হয় না, এবার কোনো ম্যাচ না জিতেই সাফের বয়সভিত্তিক আসর শেষ করল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে ফরোয়ার্ড লাইনের ব্যর্থতা ভুগিয়েছে পুরো টুর্নামেন্টেই। গোলের সুযোগ তৈরি কিংবা গোল করায় দুর্বলতা ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে হারেরও বড় কারণ। ফাইনালে কোচ সাইফুল বারীর কৌশল ছিল প্রতি-আক্রমণনির্ভর; কিন্তু ভারতীয় দলের কৌশলের কাছে সেই কৌশল বারবার ধাক্কা খেয়েছে। ভারতীয় দল মধ্য মাঠে বাংলাদেশকে সেভাবে জায়গাই দেয়নি। বাংলাদেশের মিডফিল্ডাররাও জায়গা বের করতে পারেনি। উল্টো দুই উইং দিয়ে ভারত বারবার ভেঙেছে বাংলাদেশের রক্ষণ।
প্রথমার্ধের ১৯ মিনিটে লেইরেনজাম সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে ভারত তখনই এগিয়ে যায়। মোহাম্মদ কাইফ ও সুমিত শর্মা হুমকি হয়ে ছিলেন পুরো ম্যাচেই।
৩০ মিনিটে বিপজ্জনক জায়গা থেকে ফ্রি কিক পেয়েছিল ভারত, লেভিস জাংমিনলুনের দারুণ ফ্রি কিকটি বাংলাদেশের বারপোস্ট ঘেঁষে বাইরে চলে যায়। ৩৫ মিনিটে মোহাম্মদ আরবাশ আরও একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। ভারতের এত সুযোগের বিপরীতে বাংলাদেশ প্রথমার্ধে সুযোগ পেয়েছিল মাত্র একটি। ম্যাচের ১৪তম মিনিটে মোর্শেদ আলীর শট ঠেকিয়ে দেন ভারতের গোলকিপার সুরুজ সিং আহেইবাম।
দ্বিতীয়ার্ধে ভারত আরও চড়াও হয় বাংলাদেশের ওপর। এই অর্ধেও নিচ থেকে বল নিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু সেটি বাধাপ্রাপ্ত হয় ভারতের মিডফিল্ডারদের সামনে। বল পায়ে রাখতে না পারার ব্যর্থতায় আক্রমণগুলোও দানা বাঁধেনি।
অন্যদিকে ভারতীয় ফরোয়ার্ডরা বারবার জায়গা পেয়েছেন, তৈরি করেছেন গোলের সুযোগ। ৫৮ মিনিটে কর্নার থেকে হেড করে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন মোহাম্মদ কাইফ। পাকিস্তানের বিপক্ষে সেমিফাইনালেও সেটপিসে গোল হজম করেছিল বাংলাদেশ। ফাইনালেও সেট-পিস দুর্বলতা পিছু ছাড়েনি তাদের।
ভারত এগিয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশ আর তাদের চেপে ধরতে পারেনি। ৬১ মিনিটে সেমিফাইনালের জোড়া গোল করা মোহাম্মদ মানিককে নামিয়েও আক্রমণের ধার বাড়ানো যায়নি। ৬৭ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় জয় আহমেদ আরও একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। প্রতিটি সুযোগেই বাংলাদেশের ফরোয়ার্ডদের গোলে শট নেওয়ার দুর্বলতা প্রকটভাবে চোখে পড়েছে। যোগ করা সময় আরও একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন মোহাম্মদ মানিক। তাঁর দুর্বল শট ঠেকাতে কোনো সমস্যাই হয়নি ভারতের গোলকিপার সুরুজ সিংয়ের। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে ভারত দ্বিতীয় গোল পায়। মোহাম্মদ আরবাশ বক্সের ঠিক মাথা থেকে বাংলাদেশের গোলকিপার নাহিদুল ইসলামকে পরাস্ত করেন।
অনূর্ধ্ব-১৭ সাফে গত আসরেও শিরোপা জিতেছিল ভারত।

টেস্টকে টি-১০ বানিয়ে দারুণ জয়ের আশায় ভারত

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস: ৭৪.২ ওভারে ২৩৩ ●ভারত ১ম ইনিংস: ৩৪.৪ ওভারে ২৮৫/৯ (ডি.) ●বাংলাদেশ ২য় ইনিংস: ১১ ওভারে ২৬/২ ● বাংলাদেশ ২৬ রানে পিছিয়ে।

আপনজন ডেস্ক: প্রথম দিন ৩৫ ওভার খেলা হলেও পরের দুই দিন কোনো বলই গড়ায়নি কানপুরের গ্রিন পার্কে। এরই মধ্যে এই মাঠ নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে ঢের। ভবিষ্যতে এখানে টেস্ট হবে কি না, সেই আলোচনাও উঠেছে।
কিন্তু কানপুর টেস্টের চতুর্থ দিন বাংলাদেশকে ২৩৩ রানে অলআউটের পর ভারত ব্যাটিংয়ে নেমে যা করল, তাতে আগের দুই দিনের সব সমালোচনা যেন রোহিত-জয়সোয়ালদের ছক্কার মতোই উড়ে গেল। এমনকি ভারতের বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে মুমিনুল হকের দুর্দান্ত টেস্ট সেঞ্চুরিও।
সম্ভাব্য ড্রর পথে এগোতে থাকা কানপুর টেস্টকে প্রায় টি-টেন ম্যাচ বানিয়ে ভারত এখন দুর্দান্ত এক জয়ের আশাও জাগিয়েছে।
বাংলাদেশের ২৩৩ রানের জবাবে ভারতের রান আজ মাত্র ৩ ওভারে ৫০ ছাড়িয়েছে, যা টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসের দ্রুততম। দলের রান ১০০ ছাড়াতে ভারতের লেগেছে ১০.১ ওভার, সেটাও ছিল টেস্ট ইতিহাসের দ্রুততম দলীয় ১০০ রান। এরপর গড়েছে দ্রুততম দলীয় ১৫০, ২০০, ২৫০ রানের রেকর্ডও। মাত্র ৩৪.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮৫ রান করেছে রোহিত শর্মার দল। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বেশি রান রেটের দলীয় ইনিংস।
ক্যারিয়ারের সম্ভাব্য শেষ টেস্টে ভারতের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও দাঁড়িয়ে ৪ উইকেট নিলেন সাকিব আল হাসান, উদ্‌যাপনে নাচলেন। মেহেদী হাসান মিরাজও নিয়েছেন ৪ উইকেট। তারপর শেষ বেলায় ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশের ইনিংসের শুরুটা যেমন হয় তেমনই হলো। ১১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ২৬ রানে দিন শেষ করল বাংলাদেশ।
প্রথম ইনিংসে ৫২ রানে লিড পাওয়া ভারত এখনো এগিয়ে আছে ২৬ রানে। সকালে অপরাজিত ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিজে নামা মুমিনুল দিন শেষেও ০ রানে অপরাজিত, সাদমান খেলছেন ৭ রানে।
ভারত যখন ব্যাটিংয়ে নামে, তখনো দিনের ৫৬ ওভার খেলা বাকি। বাংলাদেশের রানটাকে আজকেই টপকে লিড বাড়িয়ে নেওয়া ছিল তাদের লক্ষ্য। কারণ, ভারত ম্যাচটা জিততে চায়, আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যেতে হলে তাদের নিশ্চিত পয়েন্ট হাতছাড়া করা যাবে না। রোহিত-জয়সোয়াল জুটি শুরু থেকেই চড়াও হবেন, মেরে খেলবেন, সে কারণেই বিষয়টি অনুমেয় ছিল। কিন্তু তাই বলে এতটা বিস্ফোরক ব্যাটিং!
হাসান মাহমুদের করা প্রথম ওভারেই জয়সোয়ালের হ্যাটট্রিক বাউন্ডারি! অন্য প্রান্ত থেকে খালেদ আহমেদের করা প্রথম বলেই রোহিত ক্রিজ ছাড়লেন, উড়িয়ে মারলেন গ্যালারিতে। এত দূরে পাঠিয়েছেন যে বলটা আবার মাঠে আসতে বেশ সময় লাগল। পরের বলটা আর ওপরে করলেন না খালেদ। রোহিতও খেললেন ট্রেডমার্ক পুল, বল গেল মাঠের বাইরে। হাসানের পরের ওভারে আরও একবার ছক্কা ওড়ালেন রোহিত। জয়সোয়াল ১ ছক্কা আর ২ চারে সে ওভারেই রানটাকে ৫১-তে নিয়ে গেলেন।
গ্রিন পার্কের কানায় কানায় ভরা গ্যালারি তখন রীতিমতো গর্জন করছে। দর্শকদের হইচই, ঢাকঢোল, ভুভুজেলা বিকট শব্দে অবিশ্বাস্য এক আবহ তখন গ্রিন পার্কে।
বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়েরা পড়ে গেলেন বিশাল স্নায়ুচাপে। বিকট শব্দের মধ্যে কেউ কারও কথা যেন ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছিলেন না। একটা বাউন্ডারির রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি বাউন্ডারি। মুহূর্তের মধ্যে স্লিপ ফিল্ডাররা ৩০ গজের বাইরে, বাউন্ডারি থেকে একটু দূরে। আরও কিছু বাউন্ডারির পর সবাই বাউন্ডারিতে! এরপর ভারতের ইনিংসের পুরো ১৭৩ মিনিটই সিংহভাগ ফিল্ডার ছিল বাউন্ডারির সীমানায়।
মারতে থাকলে আউট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ভারতের ব্যাটসম্যানরাও আউট হয়েছেন। রোহিত মারতে গিয়ে মিরাজের বলে বোল্ড হয়েছেন। তাঁর ২৩ রান করেছেন মাত্র ১১ বলে। জয়সোয়াল ৭২ রান করলেন মাত্র ৫১ বলে। বোল্ডও হলেন মারতে গিয়ে, হাসানের বলটা নিচু না হলে ওই বলও হয়তো স্কয়ার লেগ বাউন্ডারি পেরিয়ে যেত। দুই ওপেনারের তুলনায় শুভমান গিল একটু দেখে শুনেই খেললেন। সাকিবের বলে হাসানকে ক্যাচ দিয়ে আউট হওয়ার আগে তিনি ৩৯ রান করেন ৩৬ বলে। সাকিবকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে থামে পন্তের ইনিংসও (৯)। খালেদের সুযোগ ছিল কোহলিকে শুরুতেই আউট করার। কিন্তু সহজ রানআউটের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। ৩৪ রানের সময় আরও একবার জীবন পেয়েছেন। এবার লিটন স্টাম্পিং মিস করেছেন। শেষ পর্যন্ত সাকিবের দারুণ আর্ম বলে স্লগ সুইপ করতে গিয়ে মাত্র ৩৫ বলে ৪৭ রানে বোল্ড কোহলি।
৪৩ বলে ৬৮ রান করা লোকেশ রাহুলকেও থামান সাকিব। মিরাজের বলে মারতে গিয়ে জাদেজা ও আকাশ দীপ আউট হয়েছেন, সাকিব নিয়েছেন অশ্বিনের উইকেট। ৩৪.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮৫ করার পর রোহিত ইনিংস ঘোষণা করেন।
ভারতের রান রেট তখন ৮.২২। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৮১ রান করেছিল ভারত ৭.৫৪ রান রেটে। এবার সেই রেকর্ডই নতুন করে লিখল রোহিতের দল।
এর আগে ৩৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৭ রান নিয়ে দিন শুরু করা বাংলাদেশের ইনিংসটা একাই টেনেছেন মুমিনুল হক। ৪০ রানে অপরাজিত থেকে দিন শুরু করা মুমিনুল একাই করেছেন অপরাজিত ১০৭ রান। টেস্ট ক্রিকেটে এটি তাঁর ১৩তম সেঞ্চুরি, দেশের বাইরে দ্বিতীয়। বাংলাদেশ ৭৪.২ ওভার পর্যন্ত খেলতে পেরেছে আসলে মুমিনুলের জন্যই।

এবার আয়ারল্যান্ডের কাছে হার দক্ষিণ আফ্রিকার

আপনজন ডেস্ক: কী হলো দক্ষিণ আফ্রিকার!
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ হারের যন্ত্রণা ভোলার আগেই এবার আয়ারল্যান্ডের কাছে হার। কাল আবুধাবিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আইরিশদের কাছে ১০ রানে হেরেছে প্রোটিয়ারা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এই প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাল আয়ারল্যান্ড। আইরিশদের স্মরণীয় জয়ের নায়ক অ্যাডাইর ভাইয়েরা। ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি করেছেন রস অ্যাডাইর। এরপর বল হাতে তাঁর ছোট ভাই মার্ক অ্যাডাইর ৪ উইকেট নিয়ে ভেঙে দেন দক্ষিণ আফ্রিকার মিডল ও লোয়ার মিডল অর্ডার।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে আয়ারল্যান্ডের ২৬তম শিকার দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪টি দলকে হারিয়েছে হংকং।
দুই দিন আগে ৮ উইকেটে জিতে সিরিজ শুরু করা দক্ষিণ আফ্রিকা কাল টসে জিতে ব্যাটিংয়ে পাঠায় আয়ারল্যান্ডকে। আইরিশরা করে ৬ উইকেটে ১৯৫ রান। এর মধ্যে ১৩৭ রানই এসেছে অধিনায়ক পল স্টার্লিং ও রস অ্যাডাইরের উদ্বোধনী জুটিতে। ৭ চার ও ১ ছক্কায় স্টার্লিং ৩১ বলে ৫২ রান করে ফেরেন।
রস অ্যাডাইর ফেরেন ৫৮ বলে ঠিক ১০০ রান করে দলকে ১৭৪ রানে রেখে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের তৃতীয় সেঞ্চুরিটি এনে দেওয়ার পথে ৫টি চার ও ৯টি ছক্কা মারেন ৩০ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রস অ্যাডাইরের আগে আয়ারল্যান্ডের কোনো ব্যাটসম্যান ৮টির বেশি ছক্কা মারতে পারেননি।

টি-টোয়েন্টি সিরিজ

ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতা রস অ্যাডাইরকে ভাগ্যবান বলতেই হবে। এক-দুইবার নয়, সেঞ্চুরি করার পথে পাঁচবার 'জীবন' পেয়েছেন। ১৯ রানে লিজাড উইলিয়ামসের করা শর্ট বলে পুল করতে গিয়ে ডিপ স্কয়ার লেগে ক্যাচ দিয়েও বোলার ওভারস্টেপিং করায় বেঁচে যান রস অ্যাডাইর। এরপর ১৪তম ওভারে ৭৮ রানে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ দিয়েও শেষ পর্যন্ত ছক্কা পেয়ে যান। ভাগ্যক্রমে পাওয়া ওই ছক্কার ২ বল পরেই রানআউট হতে হতেও বেঁচে যান ৮৫ রানে দাঁড়ানো এই ব্যাটসম্যান। পরের ওভারের প্রথম বলে প্যাট্রিক ক্রুগারকে ফিরতি ক্যাচ দিয়েও বেঁচে যান।
রান তাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা দারুণ শুরুই করেছিল। রায়ান রিকেলটন ও রিজা হেনড্রিকসের উদ্বোধনী জুটি ৫.৩ ওভারেই দলকে এনে দেন ৫০ রান। ২২ বলে ৩৬ রান করে রিকেলটনের বিদায়ের পর ম্যাথু ব্রিটজকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ৭১ রান যোগ করে দলের রানটাকে ১২১-এ নিয়ে যান হেনড্রিকস। ৩২ বলে ৫১ রান করে হেনড্রিকসের বিদায়ের পরই পথ হারানো শুরু দক্ষিণ আফ্রিকার। তাঁর বিদায়ের ৯ রান পরে আউট অধিনায়ক এইডেন মার্করাম (৫ বলে ৮)।
৪ উইকেট নেওয়া মার্ক অ্যাডাইরের প্রথম শিকার ট্রিস্টান স্টাবস। ১৬তম ওভারের শেষ বলে স্টাবসকে উইকেটকিপারের ক্যাচ বানানো মার্ক অ্যাডাইর প্রান্ত বদলে এরপর আক্রমণে আসেন ১৯তম ওভারে। ৪ উইকেট হাতে নিয়ে ২৩ রানের সমীকরণ ছিল প্রোটিয়াদের। সেই ওভারে ৫ রান খরচ করে ৩ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কাজটা কঠিন করে দেন এই পেসার। উইয়ান মুল্ডার, ব্রিটজ ও এনকাবায়োমজি পিটারকে ফিরিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে চতুর্থবার ৪ উইকেট পেয়ে যান মার্ক অ্যাডাইর।
শেষ ওভারে ১৮ রান দরকার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। গ্রাহাম হিউমের করা ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৭ রান তুলতে পারে দলটি।

রঘুনাথগঞ্জে নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট

মিরাজুল সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জঙ্গিপুর মহাকুমার অন্তর্গত রঘুনাথ গঞ্জ -২ ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের লালখান দিয়ার ব্যারেজ পাড়া সি আই এস এস ক্যাম্প সংলগ্ন মাঠে লাল খান দিয়াড় ইউথ ক্লাবের পরিচালনায় এক বৃহৎ নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করা হয়েছিল।এই টুর্নামেন্ট সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখ সূচনা হয় ও ২৯ তারিখ ফাইনাল হয়। টুর্নামেন্ট অনেক নামি দামি ফুটবল ক্লাব অংশ গ্রহণ করে। তবে জঙ্গি পুর ও লাল খান দিয়াড় ইউথ ক্লাব তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে মেগা ফাইনালের জন্য আসিন হয়।মেগা ফাইনালে জঙ্গি পুর - ২ - ১ গোলের ব্যবধানে লালখান দিয়ার ইউথ ক্লাব কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। এই খেলায় প্রাইজ মানি হিসেবে বিজয়ী দল কে ট্রফি সহ ৩০ হাজার টাকা ও বিজিত দল কে ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়।হাজার ৭ এক দর্শকের উপস্থিতিতে এই খেলা বেশ আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। এই মেগা ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গি পুর মহাকুমার ব্লক সভাপতি শ্রী সমিরুদ্দিন বিশ্বাস মহাশয় , সেকেন্দ্রা অঞ্চলের প্রধান , সি আই এস এম ক্যাম্পের প্রধান ও বেশ কিছু গুনি জন। উনাদের উপস্থিতিও লালখান দিয়ার ইউথ ক্লাবের পরিচালনায় এক সৌহার্দ্য পূর্ণ খেলা উপহারের সাক্ষী থাকল অঞ্চল বাসী ও অন্যান্য গ্রামের ফুটবল প্রেমি।লাল খান দিয়াড় ইউথ ক্লাব এর পরিচালক প্রধান গৌতম মন্ডল ও অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ জানায় আগামীতে যাতে আরো ভালো করে টুর্নামেন্ট টি পরিচালনা করা যায় তার জন্য তাদের মাঠের কাজ ক্লাবের কাজে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিবেন।

পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার তাগিদে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন লোকপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর থানার ভাড্ডি মাতৃ সংঘের পরিচালনায় স্থানীয় মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র সংলগ্ন খেলার মাঠে দুই দিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয় গত রবিবার। সোমবার ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা। বীরভূম বর্ধমান সহ ঝাড়খণ্ড এলাকা থেকে মোট ১৬ টি দল খেলায় অংশ গ্রহণ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় মুখোমুখি হয় লোকপুর থানার কমলপুর মনতোষ একাদশ বনাম পান্ডবেশ্বর খয়েরবন জগন্নাথ ফুটবল দলের মধ্যে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলা অমিমাংসিত থাকায় ট্রাইবেকারে মাধ্যমে খেলার নিষ্পত্তি করা হয়। ৬-৫ গোলের ব্যবধানে পান্ডবেশ্বর খয়েরবন জগন্নাথ ফুটবল দল বিজয়ী ঘোষিত হয়। পুরস্কার স্বরূপ বিজয়ী দলের হাতে নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও ট্রফি এবং বিজিত দলের হাতে নগদ চার হাজার টাকা ও ট্রফি প্রদান করা হয়। এছাড়াও ম্যান অফ দ্য ম্যাচ,ম্যান অফ দ্যা সিরিজ এবং ম্যান অফ দ্য গোলকিপারকে কৃতি খেলোয়াড় হিসেবে ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় বলে ক্লাব সদস্য কাঞ্চন ঘোষ, প্রবীর দাস, অরিজিৎ গোপ, পিন্টু লোহাররা সেই কথা জানান।
একান্ত সাক্ষাৎকারে ক্লাব সদস্য আশীষ ঘোষ বলেন ভাড্ডি মাতৃ সংঘের পরিচালনায় নিয়মিত ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো কিন্তু মধ্যে খানে টিভি, মোবাইলের দৌরাত্ম্যে খেলায় কিছুটা হলেও ভাটা পড়ে। সেটাকে কাটিয়ে আবার খেলার উদ্দেশ্যে বর্তমান যুব সমাজকে মাঠমুখি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা করলে শরীর ও মনমানসিকতা ভালো থাকে। খেলা জাতির একটা ভবিষ্যৎ সেটাকে লক্ষ্য রেখে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি তারই এক ক্ষুদ্র প্রয়াশ।

ফ্রান্সের জার্সি তুলে রাখার ঘোষণা বিশ্বকাপজয়ী গ্রিজমানের

আপনজন ডেস্ক: জাতীয় দলের হয়ে তাঁর অভিষেক হয়েছিল ২০১৪ সালে। ২০১৭ সাল থেকে চলতি বছর মার্চের আগপর্যন্ত তাঁকে ছাড়া কখনো মাঠে নামেনি ফ্রান্স। এর মধ্যে গড়েছিলেন টানা ৮৪ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার দুর্দান্ত এক রেকর্ডও। গত এক দশকে ফ্রান্সের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়া সেই আঁতোয়ান গ্রিজমান আজ বিদায় বলে দিলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলকে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিতে ফ্রান্সের জার্সির তুলে রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। বিদায়বেলায় গ্রিজমান নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এভাবে, 'ভরপুর স্মৃতি নিয়ে আমি আমার জীবনের এই অধ্যায়টি শেষ করছি। দুর্দান্ত এই তিনরঙা অভিযানের জন্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।' গ্রিজমানের বিদায়ের খবর নিশ্চিত

করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে ফ্রান্স ফুটবলও (এফএফএফ)। দেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ফুটবলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, '১০ বছরের নিবেদন ও আনুগত্যের পর গ্রিজি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিচ্ছে। নিখুঁত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ, প্যাশনের জন্য ধন্যবাদ এবং স্মৃতিগুলোর জন্যও ধন্যবাদ।'
ফ্রান্সের হয়ে ১৩৭ ম্যাচ খেলে ৪৪ গোল করেছেন গ্রিজমান। জাতীয় দলের জার্সিতে ২০১৮ বিশ্বকাপের পাশাপাশি জিতেছেন এবং ২০২০-২১ মৌসুমের উয়েফা নেশনস লিগও। ২০২২ সালেও ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেছিলেন গ্রিজমান। তবে শিরোপা লড়াইয়ে আর্জেন্টিনার কাছে টাইব্রেকারে হেরে যায় ফরাসিরা।
এর আগে ২০১৬ সালের ইউরোতে রানার্সআপ হওয়া ফরাসি দলের সদস্য ছিলেন আতলেতিকো মাদ্রিদের এই তারকা ফুটবলার। ফ্রান্সের হয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক শিরোপা জেতা গ্রিজমান দেশটির চতুর্থ সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলা ফুটবলার এবং গোল করার দিক থেকেও তাঁর অবস্থান ৪ নম্বরে।
এ ছাড়া ব্যক্তিগত অর্জনেও গ্রিজমানের ক্যারিয়ার বেশ সমৃদ্ধ। ২০১৬ হয়েছিলেন ফ্রান্সের বর্ষসেরা ফুটবলার। ২০১৮ বিশ্বকাপে ফ্রান্সের শিরোপা জেতার পথে গ্রিজমান জিতেছিলেন ব্রোঞ্জ বল এবং সিলভার বুট।

কার্লেসের বদলে বিনো হচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ

আপনজন ডেস্ক: আই এস এল এর ২০২৪-২৫ মরশুমে ইস্ট বেঙ্গল বেঙ্গলের লাগাতার হারের ফলে প্রধান কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত পদত্যাগ করেছেন। আর বিনো জর্জ হতে চলেছেন পরবর্তী প্রধান কোচ। ইবিএফসি-র মালিকানা কলিঙ্গ সুপার কাপে ক্লাবকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এবং সাত বছর

ডুরান্ড কাপে রানার্স আপ হওয়ার জন্য ওয়াদ্রাত এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সুপার ক্লাবে রেড এবং গোল্ডসকে জয়ের জন্য গাইড করে ১২ বছরের ট্রফির খরা ভাঙতে কুয়াদরাত মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিনো জর্জ যিনি রিজার্ভ দলের কোচ জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে তাদের আসন্ন আই এস এল ম্যাচে সিনিয়ার দলকে নেতৃত্ব দেবেন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**